প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো

ভারত সরকার

Budget 2021-2022

February 1, 2021

Language: Bengali

সাধারণ বাজেট

২০২১ –২২

বিষয় সূচী

ভাগ –ক

- পরিচয় ১
- স্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- ভৌতিক ও আর্থিক পুঁজি এবং পরিকাঠামো
- উচ্চাকাঙ্খী ভারতের জন্য সংহত উন্নয়ন
- মানব সম্পদের পুনঃশক্তি বৃদ্ধি
- উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন
- ন্যূনতম সরকার, অধিকতম প্রশাসন
- রাজকোষের অবস্থা

ভাগ –খ

প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাব

- বয়স্ক নাগরিকদের কর মুকুব
- আয়কর প্রক্রিয়ায় সময় সাশ্রয়
- বিবাদ সমাধান সমিতি স্থাপন
- ফেসলেট আইটিএটি
- প্রবাসী ভারতীয়দের কর ছাড়
- অডিট থেকে মুক্তি
- লভ্যাংশে কর ছাড়
- পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ
- সুলভে গৃহ নির্মাণ / ভাড়ায় গৃহ
- আইএফএসসি –কে কর উৎসাহ ভাতা
- রিটার্ন আগে জমা দেওয়া
- ছোট ট্রাস্টগুলিকে কর ছাড়
- শ্রমিক কল্যাণ

অপ্রত্যক্ষ কর প্রস্তাব

- জিএসটি
- সীমা শুল্ককে যুক্তিসংগত করা
- বৈদ্যুতিন ও মোবাইল ফোন শিল্পোদ্যোগ
- লৌহ ও ইস্পাত
- বস্ত্র
- রাসায়নিক
- সোনা ও রূপা

- পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি
- ক্যাপিটাল ইক্যুপমেন্ট
- অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উৎপাদিত পণ্য
- কৃষি পণ্য

পরিশিষ্ট

বক্তৃতার ক বিভাগে পরিশিষ্ট

- স্বাস্থ্য ও কল্যাণ – ব্যয়
- ফ্লাগশিপ প্রকল্প – সড়ক ও মহাসড়ক
- বিলগ্নিকরণের মুখ্য আকর্ষণ / কৌশলগত বিলগ্নিকরণ নীতি
- কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়
- নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি রূপে শিক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ
- অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ (ইবিআর)

(সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত সার্ভিস বন্ড, এনএসএসএফ ঋণ এবং অন্যান্য সম্পদ)

বক্তৃতার খ বিভাগের পরিশিষ্ট

প্রত্যক্ষ কর

অপ্রত্যক্ষ কর

Budget 2021-2022

Speech of

Nirmala Sitharaman

Minister of Finance

February 1, 2021

বাজেট ২০২১ –২০২২

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট বক্তৃতা

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২১

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি ২০২১ – ২০২২ অর্থবর্ষের জন্য বাজেট পেশ করছি

পরিচয়

১. অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট এমন পরিস্থিতিতে তৈরি করা হয়েছে, যা অভূতপূর্ব। আমরা সেই বিপর্যয়গুলি সম্পর্কে জানতাম, যেগুলি কোনো দেশ, কিংবা কোনো দেশের ভিতর কোনো অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করেছে। কিন্তু ২০২০ –তে আমরা কোভিড – ১৯ সংক্রমণের ফলে কী কী সহ্য করেছি, তার কোনো উদাহরণ নেই।

২. যখন আমি ২০২০ – ২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছিলাম, তখন এটা ভাবিনি, যে বিশ্ব অর্থনীতি যা আগে থেকেই মন্দার কবলে ছিল, তা এক অভূতপূর্ব সঙ্কোচনের দিকে ধাক্কা দিয়ে যাবে।

৩. আমরা এটা কল্পনা করিনি যে আমাদের দেশবাসীর পাশাপাশি অন্যান্য দেশের মানুষকেও তাদের আত্মীয় - পরিজনকে অকালে হারানোর দুঃখ সইতে হবে। আর স্বাস্থ্য সঙ্কট থেকে উৎপন্ন সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হবে।

৪. লকডাউন জারি না করলে অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হত। ৩ সপ্তাহ দীর্ঘ সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী ২.৭৬ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যে "প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা" ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ৮০ কোটি মানুষের জন্যে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, ৮ কোটি পরিবারের জন্যে অনেক মাস ধরে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস আর ৪০ কোটিরও বেশি কৃষক, মহিলা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং গরীবদের জন্য তাদের ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়েছে।

৫. যখন জনগণের একটি বড় অংশ গৃহবন্দী ছিলেন, তখন বাড়িতে বাড়িতে দুধ, সব্জি, ফল যাঁরা পৌঁছে দিয়েছেন, স্বাস্থ্য এবং সাফাই কর্মচারীরা, ট্রাক ডাইভাররা, রেলওয়ে এবং সরকারি পরিবহণের কর্মীরা, ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা, বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্মীরা, আমাদের অন্নদাতারা, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক কর্মচারী এবং সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সদস্যরা নিজেদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান ভাইরাসের বিপদ নিয়েই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আমরা এটা জানি। এই পবিত্র সংসদের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে বলছি, সেই অগ্রণী করোনা যোদ্ধা, মহিলা ও পুরুষদের প্রতি অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তাঁরা সেই কঠিন দিনগুলিতে দেশের বুনিয়াদী প্রয়োজনগুলি মেটাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করে গেছেন।

৬. অধ্যক্ষ মহোদয়, জনকল্যাণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এবং দেশের সমস্ত বিধানসভার সদস্যরাও নিজেদের বেতনের একটা অংশ দান করেছেন।

৭. ২০২০র মে মাসে সরকার আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ (এএনবি ১.০) ঘোষণা করেছিল। সেই বছরেই পরবর্তীকালে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য আমরা আরো ২টি আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ (এএনবি ২.০ এবং এএনবি ৩.০) নিয়ে এসেছি। সমস্ত আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজগুলি, এর মধ্যে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট অর্থ ব্যয় করা হয় প্রায় ২৭.১ লক্ষ কোটি টাকা। যা আমাদের জিডিপি-র ১৩ শতাংশেরও বেশি।

৮.সরকারের পক্ষ থেকে আমরা পরিস্থিতির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। আর নিজেদের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে, আমরা অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার, আমাদের সমাজের সব চাইতে বেশি সংবেদনশীল অংশ – যাঁরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম, জনজাতি, বৃদ্ধ – বৃদ্ধা, প্রবাসী শ্রমিকগণ এবং তাঁদের অসহায় ছেলে – মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশে মজুত সম্পদ থেকে অতি কষ্টে পথ বের করা হয়েছে। পিএমজিকেওয়াই, তিনটি এএনবি প্যাকেজ এবং পরবর্তীকালে করা ঘোষণাগুলি ৫টি মিনি বাজেটের মতো ছিল।

৯. আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজগুলি পরিকাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের গতি বাড়িয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির পুনর্নির্ধারণ, খনি ক্ষেত্রের বাণিজ্যায়ন, কৃষি এবং শ্রম সংস্কার, সরকারি ক্ষেত্রের অনেক উদ্যোগের বেসরকারিকরণ, এক রাষ্ট্র, এক রেশন কার্ড এবং উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত "প্রোৎসাহন প্রকল্প"গুলি এর মধ্যে করা কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার। ফেসলেস আয়কর নির্ধারণ, ডিভিটি এবং অর্থনৈতিক সংহতিকরণের মতো অন্যান্য সংস্কার রয়েছে।

১০. আজ ভারতের কাছে দুটো ভ্যাক্সিন আছে। আর আমরা কোভিড – ১৯ এর বিরুদ্ধে শুধু আমাদের নাগরিকদের চিকিৎসার দিক থেকে সুরক্ষিত রাখা শুরু করেছি। কিন্তু ১০০টি বা তার বেশি দেশের জনগণকেও এর নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এটা জেনে আমরা আরো খুশি হচ্ছি যে, শীঘ্রই আরো দুই বা ততোধিক ভ্যাক্সিন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

১১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কৃতিত্বের কথা বলে এবং তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছেন। আমরা তাঁদের প্রচেষ্টাগুলির শক্তি এবং তপস্যার জন্য সর্বদাই কৃতজ্ঞ থাকবো।

১২. একথা বলার সময় আমাদের বার বার মনে রাখতে হচ্ছে যে, কোভিড – ১৯ এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ২০২১-এও জারি থাকবে।

১৩. দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর যেমন হয়েছিল, এখন তেমনি কোভিডের পরেও বিশ্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রণনৈতিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তনের সঙ্কেত পাচ্ছি। ইতিহাসে এই মুহূর্তগুলি একটি নতুন যুগের অবতরণের সূত্রপাত – এর মধ্যে ভারত প্রকৃত অর্থে অসংখ্য সম্ভাবনা এবং আশার দেশ হয়ে উঠতে চলেছে।

"বিশ্বাস সেই পাখি যে আলোকে অনুভব করে, আর তখন গেয়ে ওঠে যখন ভোরের গায়ে অন্ধকার লেগে থাকে।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ফায়ারফ্লাইস – এ কালেকশন অফ এফোরিজম)

১৪. এই ভাবনা থেকে আমি সেই খুশিকে ব্যক্ত করতে আনন্দ পাই, যেমনটি এক ক্রিকেট প্রেমী দেশরূপে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় টিম ভারতের অসাধারণ সাফল্যের পর অনুভব করেছি। এই জয় আমাদের সবাইকে সে সমস্ত গুণগুলি স্মরণ করিয়েছে, যেগুলির জন্য আমরা, ভারতবাসী, বিশেষভাবে পরিচিত; সেই গুণগুলি হল – অসীম সাহস ও কাজ করার এবং সফল হওয়ার অদম্য অভিলাষা। আমাদের যুব সম্প্রদায়, পর্যাপ্ত সম্ভাবনা এবং কিছু করে দেখানোর ও সাফল্যের অদম্য সাহসের প্রতীক।

১৫. আজ, পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে করোনায় ন্যূনতম মৃত্যুর হার হল, প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় ১১২ জন। আর করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতি ১০ লক্ষে ১৩০ জন । এটি সেই পুনরুত্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে, যা আমরা আজ আমাদের অর্থনীতিতে দেখতে পাচ্ছি।

১৬. এই বাজেট এই নতুন দশকের প্রথম বাজেট। এই বাজেট একটি ডিজিটাল বাজেটও, আর এসব আপনাদের সকলের সমর্থনেই সম্ভব হয়েছে।

১৭. এখন পর্যন্ত, মাত্র তিন বার এমন হয়েছে, যখন অর্থনীতিতে সংকোচনের পর বাজেট পেশ করা হয়েছে। এহেন সংকোচনগুলি সে সব পরিস্থিতির পরিণাম ছিল, যেগুলির লক্ষণ ভারতে দেখতে পাওয়া গেছে। এবার আমাদের অর্থনীতিতে সংকোচন বিশ্বব্যাপী মহামারীর ফলে হয়েছে। ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় হয়েছে, যেভাবে অন্যান্য অনেক দেশে হয়েছে।

১৮. এটুকু বলে আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এটা বলতে চাই, আমাদের সরকার, অর্থনীতিকে আবার লাইনে আনার জন্য সহযোগিতা করতে এবং পরিষেবা দিতে পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এই বাজেট আমাদের অর্থনীতিকে ওপরে তুলতে এবং গতি বাড়াতে তেমন প্রতিটি সুযোগ সৃষ্টি করে, যা এর দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

১৯. ২০২১ সালে আমাদের ইতিহাসের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলকের বছর। আমি সেগুলির মধ্যে কিছু উল্লেখ করছি – এটি স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষের বছর, ভারতে গোয়ার যোগদানের ৬০তম বছর, ১৯৭১–এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বছর, এটি স্বাধীন ভারতের অষ্টম জনগণনার বছর, এই বছরটিতে ব্রিকসে ভারত সভাপতিত্ব করবে, এই বছরেই আমাদের চন্দ্রযান–৩ অভিযান হবে; আর হরিদ্বারে মহাকুম্ভের বছর হবে।

২০. অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেটের "ভাগ – ক" শুরু করার আগে এক মুহূর্তের জন্যে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যাঁরা একথা অনুভব করেছেন যে, আমাদের মতো দেশের নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি এবং দূরত্ব তৈরি হলে কী ধরণের পাহাড়সম সমস্যাগুলি তৈরি হয়, সেজন্য তারা সঙ্কটের সময় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আমাদের প্রত্যেক নাগরিক নিজেদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করার জন্যে একটি অত্যন্ত কঠিন বছরের সম্মুখীন হয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে উদ্দীপনা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি প্রত্যেকের সামনে মাথা নত করে প্রণাম জানাই।

ভাগ – ক

২১. ভাগ - ক তে আমি আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে চাই।

২২. আত্মনির্ভরতা একটি নতুন ভাবনা নয়। প্রাচীন ভারত সার্বিকভাবে আত্মনির্ভর, এবং সমানরূপে বিশ্বের মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।

২৩. আত্মনির্ভর ভারত ১৩০ কোটি ভারতবাসীর অভিব্যক্তি। যাঁদের নিজেদের ক্ষমতা এবং দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ ভরসা আছে।

২৪. আমরা আগেই জি-২০ এবং ব্রিকস–এর মতো আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির সদস্য হয়েছি। বিপর্যয় মোকাবিলা পরিকাঠামোর জন্য সংঘবদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মৈত্রী, ভারতের প্রচেষ্টাগুলির ফলে আজ বাস্তব রূপ নিয়েছে।

২৫. ভাগ - ক তে উল্লেখিত প্রস্তাব, অন্যান্য বিষয়গুলির পাশাপাশি দেশ, সবার আগে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা, পরিকাঠামো সুদৃঢ় করা, সুস্থ ভারত, সুশাসন, যুবসম্প্রদায়ের জন্যে সুযোগ, সকলের জন্য শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন এবং সংহত উন্নয়নের সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করবে।

২৬. তাছাড়া ২০১৫–১৬র বাজেটে আমরা যে ১৩টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা দ্রুত বাস্তবায়নের পথেও আমরা এগিয়ে চলেছি। এগুলি এমন প্রতিশ্রুতি ছিল, যা আমাদের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে ২০২২-এর অমৃত মহোৎসবে বাস্তবায়িত হবে। তাও আত্মনির্ভরতার এই দৃষ্টিকোণে গুঞ্জরিত হচ্ছে।

২৭. ২০২০ – ২০২১ এর বাজেট প্রস্তাব, ৬টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে –

i. স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

ii. ভৌতিক ও আর্থিক পুঁজি এবং পরিকাঠামো

iii. উচ্চাকাঙ্খী ভারতের জন্য সংহত উন্নয়ন

iv. মানব সম্পদের পুনঃশক্তি বৃদ্ধি

v. উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন

vi. ন্যূনতম সরকার, অধিকতম প্রশাসন

- **স্বাস্থ্য ও কল্যাণ**

২৮. শুরুতে আমি এটা বলতে চাই, এই বাজেটে স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত রূপে বাড়ানো হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সংস্থাগুলি যত বেশি বাস্তবায়িত করতে পারবে, তত বেশি করে আমরা সাহায্য করার জন্য দায়বদ্ধ।

২৯. স্বাস্থ্যকে সব চাইতে বেশি অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা তিনটি ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছি – প্রতিরোধী, উপাচারমূলক এবং কল্যাণমূলক।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

৩০. একটি নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প, "পিএম আত্মনির্ভর সুস্থ ভারত যোজনা" -য় ৬ বছরে মোট ৬৪,১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এটি প্রাথমিক, সেকেন্ডারি এবং টার্সিয়ারি উপাচারের স্বাস্থ্য প্রক্রিয়াগুলির ক্ষমতা আরো বিকশিত করবে। বর্তমান জাতীয় সংস্থাগুলিকে আরো সুদৃঢ় করবে। আর নতুন এবং সামনে আসা রোগগুলি চিহ্নিত করতে এবং সেগুলির চিকিৎসা করতে নতুন সংস্থা তৈরি করবে। এটি হবে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অতিরিক্ত। এই প্রকল্পের অন্তর্গত প্রধান উদ্যোগগুলি নিম্নরূপ –

ক. ১৭,৭৮৮টি গ্রামীণ এবং ১১,০২৪টি নাগরিক হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলনেস কেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করা হবে।

খ. ১১টি রাজ্যের সমস্ত জেলায় সংহত জনস্বাস্থ্য প্রয়োগশালা এবং ৩,৩৮২টি ব্লক জনস্বাস্থ্য এককগুলি স্থাপন করা।

গ. ৬০২টি জেলা এবং ১২টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার হাসপাতালগুলিতে ব্লক স্থাপিত করা।

ঘ. জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (এনসিডিসি)–র ৫টি ক্ষেত্রীয় শাখা এবং ২০টি মহানগর হেল্থ সার্ভেইলেন্স ইউনিটকে সুদৃঢ় করা হচ্ছে।

ঙ. ঐক্যবদ্ধ স্বাস্থ্য তথ্য পোর্টালের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিস্তার বৃদ্ধি যাতে সমস্ত জনস্বাস্থ্য প্রয়োগশালাগুলিকে একসঙ্গে যুক্ত করা যায়।

চ. ১৭টি নতুন গণস্বাস্থ্য ইউনিট চালু করা, আর ৩৩টি বর্তমান জনস্বাস্থ্য ইউনিটকে আরো শক্তিশালী করে তোলা, যেগুলি ৩২টি বিমানবন্দর, ১১টি সমুদ্র বন্দর এবং ৭টি ভূখন্ডের সংযোগস্থলে রয়েছে।

ছ. ১৫টি জরুরী স্বাস্থ্য মোকাবিলা কেন্দ্র এবং দুটি ভ্রাম্যমান হাসপাতাল স্থাপন করা, এবং

জ. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ওয়ান হেল্থ নামক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়া ক্ষেত্রের একটি ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধান মঞ্চ গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, ৯টি বায়োসেফটি লেবেল –৩ প্রয়োগশালা এবং ৪টি ক্ষেত্রীয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ভাইরোলজি স্থাপন করা।

পুষ্টি

৩১. পুষ্টির পরিমাপ, সরবরাহ, পরিধি ও পরিণামকে সুদৃঢ় করতে আমরা সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচী এবং পোষণ অভিযানকে মিলিয়ে মিশন পোষণ ২.০ –এর শুভ সূচনা করবো। আমরা ১১২টি উচ্চাকাঙ্খী জেলায় পুষ্টিগত পরিণামে সংস্কার আনতে একটি সুদৃঢ় কর্মনীতি গ্রহণ করবো।

জল সরবরাহের সর্বব্যাপী পরিধি

৩২. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন, সুলভে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য একটি অগ্রিম প্রত্যাশা নিয়ে পরিশ্রুত জল, পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচ্ছন্ন আবহের গুরুত্বকে বার বার জোর দিয়েছে।

৩৩. জল জীবন মিশন (শহরাঞ্চল) উদ্বোধন করা হবে। এর উদ্দেশ্য সমস্ত ৪,৩৭৮টি স্থানীয় প্রশাসনে ২.৮৬ কোটি বাড়িতে নলের মাধ্যমে জল সংযোগ এবং ৫০০টি অমরুত শহরে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এটি ২,৮৭,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত করা হবে।

পরিচ্ছন্ন ভারত, সুস্থ ভারত

৩৪. ভারতের শহরাঞ্চলকে আরো বেশি পরিচ্ছন্ন করে তুলতে এখন আমাদের ইচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পয়ঃপ্রণালী ও তরল বর্জ্য পরিশোধন, বর্জ্যকে উৎসেই পৃথক করা। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক কমানো, নির্মাণ এবং নির্মাণের আগে বাড়ি ভাঙ্গার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্যের কার্যকরী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়ুদূষণ কমানো আর সমস্ত পরিত্যক্ত জায়গাগুলির জৈব উপাচারে জোর দিতে হবে। 'শহরী স্বচ্ছ ভারত মিশন ২.০' –কে ২০২১ – ২০২৬ পর্যন্ত ৫ বছর সময়ে মোট ১,৪১,৬৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হবে।

নির্মল বাতাস

৩৫. বায়ুদূষণের ভয়ঙ্কর সমস্যা সমাধান করার জন্যে আমি এই বাজেটে ১০ লক্ষ থেকে বেশি জনসংখ্যা সম্পন্ন ৪২টি শহুরে কেন্দ্রের জন্য ২,২১৭ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করার প্রস্তাব রাখছি।

স্ক্র্যাপিং নীতি

৩৬. আমরা পুরনো এবং অনুপযুক্ত বাহনগুলিকে পর্যায়ক্রমে পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটি স্বেচ্ছা বাহন স্ক্র্যাপিং নীতি ঘোষণা করছি। এর ফলে জ্বালানি সাশ্রয়কারী পরিবেশ বান্ধব বাহনগুলিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে বায়ুদূষণ হ্রাস আর তেল আমদানির খরচ সাশ্রয় হবে। ব্যক্তিগত বাহনগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদনের ২০ বছর আর বাণিজ্যিক বাহনগুলির ক্ষেত্রে ১৫ বছরের পর বাহনগুলিকে অটোমেটেট ফিটনেস সেন্টারে ফিটনেস পরীক্ষা করাতে হবে। এই প্রকল্পের বিবরণ মন্ত্রকের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হবে।

ভ্যাকসিন

৩৭. নিউ মোকল ভ্যাকসিন একটি ভারতে নির্মিত টিকা যা এখন শুধু ৫টি রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে এটাকে গোটা দেশে চালু করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০ হাজারেরও বেশি মৃত্যু রোধ করা যাবে।

৩৮. আমি বাজেট অনুমান ২০২১-২২-এ কোভিড-১৯ টিকার জন্য ৩৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। আমি আরও বেশি অর্থ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বরাদ্দ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ।

৩৯. স্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য এবছরের বাজেট অনুমান ৯৪,৪৫২ কোটি টাকার তুলনায় ২০২১-২২-এর বাজেট অনুমানে বরাদ্দ হয়েছে ২,২৩,৮৪৬ কোটি টাকা। এভাবে ১৩৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এর বিবরণ ভাষণের অ্যানেক্স-এ রয়েছে।

২. ভৌতিক ও আর্থিক পুঁজি ও পরিকাঠামো

আত্মনির্ভর ভারত – উৎপাদন সংক্রান্ত উৎসাহ যোজনা (পিএলআই)

৪০. ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের নির্মাণ শিল্পের ভিত্তিকে দুই অঙ্কের দিকে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের নির্মাণ শিল্প কোম্পানিগুলির জন্য আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের একটি অংশ হয়ে উঠতে বিশেষ সামর্থ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য নির্মাণ ক্ষেত্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে ১৩টি ক্ষেত্রের জন্য পিএলআই যোজনা ঘোষণা করা হয়েছে। এর জন্য সরকার ২০২১-২২ অর্থবর্ষে শুরু করে আগামী ৫ বছরে প্রায় ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ। এই উদ্যোগ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে আকারে ও ব্যাপক আয়তনে বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে এবং আমাদের নবীন প্রজন্মের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বস্ত্র

৪১. বস্ত্রশিল্পকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিস্পর্ধী করে তুলতে, বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি দ্রুত করতে পিএলআই যোজনা ছাড়াও মেগা ইনভেস্টমেন্ট টেক্সটাইলস পার্ক (মিত্রা) প্রকল্প উদ্বোধন করা হবে। এটি রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে তুলতে 'প্লাক অ্যান্ড প্লে' পরিষেবাগুলির পাশাপাশি বিশ্ব স্তরে পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। তিন বছরের মধ্যে ৭টি টেক্সটাইল পার্ক স্থাপন করা হবে।

পরিকাঠামো

৪২. জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন (এনআইপি)নামে যে প্রকল্পটি আমি ২০১৯ সালে ঘোষণা করেছিলাম, এটি এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের চালু করা এধরণের প্রথম প্রকল্প যাতে সরকারকে সামগ্রিকভাবে যুক্ত থাকতে হবে। এনআইপি একটি ৬,৮৩৫টি প্রকল্পের সমাহার। এবার এই

পাইপলাইন প্রকল্পকে ৭,৪০০টি প্রকল্পের সমাহারে বিস্তারিত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কিছু প্রধান পরিকাঠামো মন্ত্রকের অধীনে ১.১০ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ২১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

৪৩. এনআইপি-র একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে যা বর্তমান সরকার আগামী বছরগুলিতে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ। সেজন্য সরকারি উদ্যোগ এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরণের বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। এবারের বাজেটে আমি এটিকে তিনভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

৪৪. প্রথমতঃ, সংস্থাগত পরিকাঠামো নির্মাণ; দ্বিতীয়তঃ, মনিটাইজিং অ্যাসেটে জোর দেওয়া; আর তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটগুলিতে পুঁজিগত ব্যয়ের ক্ষেত্রে অংশীদারীত্ব বৃদ্ধি করা।

পরিকাঠামো অর্থসংস্থান-উন্নয়ন অর্থের জোগান (ডিএফআই)

৪৫. পরিকাঠামোর জন্য দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ প্রত্যাশিত। পেশাদার রূপে অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির পরিকাঠামো ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদানকারী, সমর্থনকারী এবং প্রেরণাদায়ী রূপে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই অনুসারে, আমি ডিএফআই স্থাপন করার জন্য একটি বিল পেশ করবো। আমি এই সংস্থার পুঁজির ব্যবস্থার জন্য ২০,০০০ কোটি টাকার ধনরাশি বরাদ্দ করেছি। এর মূল উদ্দেশ্য হল, এই ডিএফআই-এর জন্য তিন বছর সময়কালে ন্যূনতম ৫ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ পোর্টফোলিও তৈরি করা।

৪৬. বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের দ্বারা আইএনভিআইটি এবং আরইআইটি-র ঋণ অর্থের জোগানে সংগত নিয়ম অনুসারে উপযুক্ত সংশোধন করে বাস্তবায়িত করা হবে। এর ফলে আইএনভিআইটি এবং আরইআইটি-এর জন্য অর্থ সংস্থানকে আরও সহজ করে তোলা হবে। এর ফল স্বরূপ পরিকাঠামো এবং স্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে অর্থসংস্থান বাড়াতে হবে।

সম্পত্তি নগদীকরণ

৪৭. সমস্ত পরিচালনাধীন সরকারি পরিকাঠামো সম্পদের নগদীকরণ নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ সংস্থানের বিকল্প। সম্ভাব্য ব্রাউন ফিল্ড পরিকাঠামো সম্পদের একটি "রাষ্ট্রীয় নগদীকরণ পাইপলাইন" উদ্বোধন করা হবে, একটি সম্পদ নগদীকরণ ড্যাশবোর্ডের উন্নয়নকে ট্র্যাক করার জন্য আর বিনিয়োগকারীদের দেখার সুবিধা প্রদান করতে এটি তৈরি করা হবে। নগদায়নের লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল:

ক) ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং পিজিসিআইএল-এর মধ্যে প্রত্যেকে একটি করে আইএনভিআইটি প্রযোজনা করেছে যা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করবে। আনুমানিক ৫,০০০ কোটি টাকা বাণিজ্যিক মূল্যের ৫টি মহাসড়ককে এনএইচএআই আইএনভিআইটি-তে হস্তান্তর করা হচ্ছে। একইভাবে আনুমানিক ৭,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ট্রান্সমিশন সম্পদ পিজিসিআইএল আইএনভিআইটি-কে হস্তান্তরিত করা হবে।

খ) নবনির্মিত ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডরগুলি চালু হলে, সেগুলি পরিচালনার জন্য এবং সম্পদ দেখাশোনার খরচ রেলওয়ে বহন করবে।

গ) পরবর্তী পর্যায়ে নির্মীয়মান বিমানবন্দরগুলি পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ঘ) অন্যান্য প্রধান পরিকাঠামো সম্পদগুলির নগদায়ন কর্মসূচির অন্তর্গত রোলআউট করা হবে, সেগুলি হলো – (i) এনএইচএআই অপারেশনাল টোল রোডস, (ii) পিজিসিআইএল-এর ট্রান্সমিশন সম্পদগুলি, (iii) গেইল, আইওসিএল এবং এইচপিসিএল-এর তেল ও গ্যাস পাইপলাইনগুলি, (iv) টিয়ার টু এবং টিয়ার থ্রি শহরগুলিতে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার বিমানবন্দরগুলি, (v) অন্যান্য রেলওয়ে পরিকাঠামো সম্পদ, (vi) সেন্ট্রাল ওয়ারহাউজিং কর্পোরেশন এবং এনএএফইডি ইত্যাদি সরকারি কোম্পানি এবং (vii) বিভিন্ন খেলার স্টেডিয়ামগুলি।

মূলধন বাজেটে প্রভূত বৃদ্ধি

৪৮. বাজেট অনুমান ২০২০-২১ এ আমরা মূলধন ব্যয়ের জন্য ৪.১২ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলাম। আমাদের এই চেষ্টা ছিল যাতে সম্পদের অভাব থাকা সত্ত্বেও আমাদের মূলধনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় করতে হবে আর আমরা বছরের শেষের দিক পর্যন্ত প্রায় ৪.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার আশা রাখি, যা আমি সংশোধিত অনুমান ২০২০-২১ এ উল্লেখ করেছি। ২০২০-২১ এর জন্য আমি মূলধন ব্যয়ে প্রভূত বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখছি আর এভাবে ৫.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২০-২১ এ বাজেট অনুমান থেকে ৩৪.৫ শতাংশ বেশি। এক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন

প্রকল্প/কর্মসূচি/বিভাগগুলির জন্য প্রদানকারী আর্থিক গতিবিধি বিভাগের বাজেট শীর্ষে ৪৪,০০০ কোটি টাকা থেকেও বেশি টাকা রেখেছি। যা মূলধন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভালো উন্নতির সূচক আর অধিক অর্থের প্রয়োজনকে তুলে ধরে। এই ব্যয়ের অতিরিক্ত আমরা রাজ্যগুলিকে এবং স্বশাসিত পরিষদগুলিকে তাদের মূলধন ব্যয়ের জন্য ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রদান করবো।

৪৯. আমরা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আমাদের বাজেটে রাজ্যগুলিকে অধিক খরচ করতে প্রেরণা জোগানোর পাশাপাশি বিশেষ ব্যবস্থাও গড়ে তুলবো।

সড়ক ও মহাসড়ক পরিকাঠামো

৫০. ৩.৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগে ভারতমালা পরিযোজনা প্রকল্পে ১৩,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণের জন্য ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ঠিকে আগেই মঞ্জুর করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যেই ৩,৮০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমরা অবশিষ্ট ৮,৫০০ কিলোমিটারের জন্য ঠিকে দেবো. আর ন্যাশনাল হাইওয়ে করিডোরে অতিরিক্ত ১১,০০০ কিলোমিটার সড়ক পথ নির্মাণ সম্পূর্ণ করবো।

৫১. সড়ক পরিকাঠামোকে আরও বাড়ানোর জন্য আরও বেশি অর্থনৈতিক করিডোরের প্রকল্প রচনা করা হচ্ছে। সেগুলি নিম্নরূপ :

ক) ১.০৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগে তামিলনাড়ুতে ৩,৫০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ। এর মধ্যে মাদুরাই-কোল্লাম করিডোর, চিত্তুর-থাটচুর করিডোর সামিল রয়েছে। এগুলির নির্মাণ কাজ আগামী বছর শুরু হবে।

খ) কেরলে মুম্বাই-কন্যাকুমারী করিডোরের ৬০০ কিলোমিটার সেকশন সহ কেরল রাজ্যে ১,১০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণের জন্য ৬৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

গ) বর্তমান কলকাতা-শিলিগুড়ি জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি ২৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে পশ্চিমবঙ্গে ৬৭৫ কিলোমিটার মহাসড়কের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

ঘ) আসাম রাজ্যে এই সময় প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে জাতীয় মহাসড়কের কাজ চলছে। তাছাড়া জাতীয় মহাসড়কের ১,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ উন্নয়নে ৩৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ আগামী ৩ বছরে ওই রাজ্যে খরচ করা হবে।

৫২. কিছু ফ্লাগশিপ করিডোর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেগুলিতে ২০২০-২১ এ কী কী কাজ করা হবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এই বক্তব্যের সঙ্গে দেওয়া পরিশিষ্টে।

৫৩. আমি সড়ক পরিবহণ এবং মহাসড়ক মন্ত্রকের ১,১৮,১০১ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি বরাদ্দ করেছি। যাতে মূলধনের জন্য ১,০৮,২৩০ কোটি টাকা রয়েছে যা এখন পর্যন্ত সর্বাধিক।

রেলওয়ে পরিকাঠামো

৫৪. ভারতীয় রেল দেশের জন্য একটি জাতীয় রেল প্রকল্প ২০৩০ রচনা করেছে। এই প্রকল্পকে ২০৩০ পর্যন্ত 'ভবিষ্যতের প্রস্তুত' রেলওয়ে ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

৫৫. আমাদের শিল্পজগতের জন্য পরিবহণ বিনিয়োগ হ্রাস করা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সামর্থ বৃদ্ধি রণনীতির মূল কেন্দ্র। ওয়েস্টার্ন ডেডিকেডেট ফ্রেড করিডোর এবং ইস্টার্ন ডেডিকেডেট ফ্রেড করিডোর দুটিই ২০২২ সালের জুন মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। তাছাড়া, নিম্নলিখিত অতিরিক্ত উদ্যোগের প্রস্তাব রয়েছে :

ক) ২০২১-২২ এ ইস্টার্ন ডেডিকেডেট ফ্রেড করিডোর শোননগর-গোমোহ্ বিভাগে ২৬৩.৭ কিলোমিটার প্রসারের কাজ করা হবে। গোমোহ্-জানকুনি বিভাগে ২৭৪.৩ কিলোমিটার বৃদ্ধির কাজ এর অব্যবহিত পরেই ধরা হবে।

খ) আমরা ভবিষ্যতের প্রতি সমর্পিত ডেডিকেডেট ফ্রেড করিডোর প্রকল্প খড়গপুর থেকে বিজয়ওয়াড়া ইস্ট-কোস্ট করিডোরে যুক্ত হবে। ভুসাবল থেকে খড়কপুর হয়ে ডানকুনি পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর এবং ইটারসি থেকে বিজয়ওয়াড়া নর্থ-সাউথ করিডোর নির্মাণের কাজ করা হবে। এবিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রথম পর্যায়ে সম্পন্ন করা হবে।

গ) ৪৬,০০০ ব্রড গেজ রুট কিলোমিটার-এর বৈদ্যুতিকীকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ২০২০-র ১ অক্টোবর পর্যন্ত করা ৪১,৫৪৮ ব্রড গেজ রুট কিলোমিটার থেকে ২০২১-এর শেষ দিক পর্যন্ত ৭২ শতাংশ বিস্তারের সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ব্রডগেজ রুটে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ হবে।

৫৬. যাত্রী পরিষেবা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রস্তারিত উপায়গুলি নিম্নরূপ :

ক) আমরা যাত্রীদের জন্য একটি উন্নত সফরের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পর্যটক রুটগুলিতে সৌন্দর্য বৃদ্ধির নকশা বাস্তবায়িত করা ভিস্তা ডোম এলএইচবি কোচ চালু করবো।

খ) গত কয়েক বছরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলি সুফলদায়ক হয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলিকে আরও সুদৃঢ় করতে ভারতীয় রেলওয়ে উচ্চ ঘনত্ব নেটওয়ার্ক এবং অধিক ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক রুটগুলিকে দেশীয় পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম চালু করা হবে, যা কোনোরকম মানবিক ত্রুটির ফলে ট্রেনগুলির পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা দূর করবে।

গ) আমি রেলওয়ের জন্য ১,১০,০৫৫ কোটি টাকার একটি রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করছি। যাতে ১,০৭,১০০ কোটি টাকা মূলধন ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

নাগরিক পরিকাঠামো

৫৭. আমরা মেট্রো নেওয়ার্কের বিস্তার এবং সিটি বাস পরিষেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি পরিবহণের অংশীদারীত্ব বৃদ্ধির কাজ করবো। এই সরকারি পরিবহণ পরিষেবার বৃদ্ধিকে সাহায্য করতে ১৮,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করবো। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজারেরও বেশি নতুন বাস কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ অধিগ্রহণ, পরিচালনা এবং দেখাশোনার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের সক্ষম করে তুলতে নব প্রবর্তনকারী পিপিই মডেল চালু করার দিকে তাকিয়ে আছি। এই প্রকল্প অটোমোবাইল ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করবে, আর্থিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে, আমাদের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং নগরবাসীদের আসা যাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি করবে।

৫৮. প্রায় ৭০২ কিলোমিটার পরম্পরাগত মেট্রো চলছে। আর ২৭টি শহরে ১,০১৬ কিলোমিটার মেট্রো এবং আরআরটিএস নির্মাণের কাজ চলছে। দুটো নতুন প্রযুক্তি অর্থাৎ মেট্রো-লাইট এবং মেট্রো-নিও - দুটোই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্বের তুলনায় কম বিনিয়োগে মেট্রো রেল পরিচালন ব্যবস্থা সঞ্চালনায় সাফল্যের জন্য আর টিয়ার-টু শহরগুলিতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং টিয়ার-ওয়ান শহরগুলির পরিধি ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ আসতে শুরু করবে।

৫৯. কেন্দ্রীয় অংশের অর্থ নিম্নলিখিতদের দেওয়া হবে :

ক) কোচ্চি মেট্রো রেলওয়ে ফেজ-টু-এর দৈর্ঘ্য ১১.৫ কিলোমিটার, বিনিয়োগ ১৯৫৭.০৫ কোটি টাকা।

খ) চেন্নাই মেট্রো রেলওয়ে ফেজ-টু এর দৈর্ঘ্য ১১৮.৯ কিলোমিটার, বিনিয়োগ ৬৩,২৪৬ কোটি টাকা।

গ) বেঙ্গালুরু চেন্নাই মেট্রো রেলওয়ে ফেজ-টুএ এবং ফেস ফেজ-টুবি এর দৈর্ঘ্য ৫৮.১৯ কিলোমিটার, বিনিয়োগ ১,৪৭৮৮ কোটি টাকা হবে।

ঘ) নাগপুর মেট্রো রেলওয়ে ফেজ-টু এবং নাসিক মেট্রোতে বিনিয়োগ যথাক্রমে ৫,৯৭৬ কোটি টাকা এবং ২.০৯২ কোটি টাকা হবে।

বিদ্যুৎ পরিকাঠামো

৬০. বিগত ৬ বছরে বিদ্যুতায়ণের ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার এবং সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই চালু ক্ষমতার সঙ্গে আরও ১৩৯ গিগা ওয়াট ক্ষমতা সংযুক্ত করার মাধ্যমে ২.৮ কোটি অতিরিক্ত বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছি এবং ১.৪১ লক্ষ সার্কিট কিলোমিটার ট্রান্সমিশন লাইন বাড়িয়েছি।

৬১. সারা দেশে বিতরণ কোম্পানিগুলির একাধিকার ছিল - তা সে সরকারি কোম্পানি হোক বা বেসরকারি। এখন আমাদের প্রতিস্পর্ধা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে যাতে উপভোক্তারা বিকল্প পেতে পারেন। এরকম একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হবে যাতে উপভোক্তা একাধিক বিতরণ কোম্পানির মধ্যে থেকে নিজের জন্য বেছে নিতে পারেন।

৬২. এই বিতরণ কোম্পানিগুলির কার্যকারিতা অনেক বড় চিন্তার বিষয়। আগামি ৫ বছরে ৩,০৫,৯৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার ভিত্তিক এবং পরিণাম সংযুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ক্ষেত্রের জ্য প্রকল্প শুরু করা হবে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ডিসকমস বুনিয়াদি পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য পাবে, যার মধ্যে প্রি-পেইড স্মার্ট মিটারিং, পদ্ধতিগত উন্নয়ন ইত্যাদি রয়েছে। যা অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত।

৬৩. প্রধানমন্ত্রীজি ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে তৃতীয় রিইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার সময় বৃহৎ জাতীয় হাইড্রোজেন এনার্জি মিশন শুরু করার প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। এখন ২০২১-২২-এ একটি হাইড্রোজেন এনার্জি মিশন চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে সবুজ শক্তিউৎপাদন উৎসগুলি থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা সম্ভব হবে।

সমুদ্র বন্দর, নৌ পরিবহণ, জলপথ

৬৪. বড় বড় সমুদ্রবন্দর, বিশেষ করে যেগুলিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে নিজেরাই তাদের সঞ্চালন পরিষেবা দেখে সেগুলিকে এখন একটি মডেল রূপে সামনে রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সরকারি ও বেসকারি অংশীদারীত্ব (পিপিপি)-এর মাধ্যমে প্রধান বন্দরগুলির দ্বারা ৭টি পরিযোজনা প্রস্তাবিত করা হবে, যেগুলিতে ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হবে।

৬৫. ভারতে বাণিজ্যিক জাহাজ পরিবহণকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প চালু করা হবে, যাতে বিভিন্ন মন্ত্রক এবং সিপিএসই-র জারি করা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য ভারতীয় শিপিং কোম্পানিগুলিকে ছাড়ের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী ৫ বছরে ১,৬২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এধরণের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহণে ভারতীয় কোম্পানিগুলির অংশীদারীত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি ভারতীয় হাজার কর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের উন্নত সুযোগ তৈরি হবে।

৬৬. ভারত একটি রিসাইক্লিং অফ শিপস অ্যাক্ট, ২০১৯ প্রণয়ন করেছে আর হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন পর্যন্ত নিজেদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুজরাটের আলং-এ প্রায় ৯০টি শিপ রিসাইক্লিনিং ইয়ার্ডস আগেই এইচকেসি-কমপ্লায়েন্ট সার্টিফিকেট পেয়েছে। ইউরোপ এবং জাপান থেকে আরও বেশি জাহাজ ভারতে আনার চেষ্টা করা হবে। এখন রিসাইক্লিনিং ক্ষমতা প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন লাইট ডিসপ্লেসমেন্ট টন, যা ২০২৪ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের ১.৫ লক্ষ অধিক কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস

৬৭. আমাদের সরকার কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালে সারা দেশে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ঘোষণা করা হচ্ছে :

ক) উজ্জ্বলা যোজনা, যার দ্বারা ইতিমধ্যেই দেশের ৮ কোটি পরিবার উপকৃত হয়েছে, তার সীমা বাড়ানো হবে, আর এতে আরও ১ কোটি সুবিধাভোগীকে যুক্ত করা হবে।

খ) আমরা আগামী ৩ বছরে আরও ১০০টি জেলাকে সিটি গ্যাস সিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করবো।

গ) জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি গ্যাস পাইলপাইন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

ঘ) একটি স্বতন্ত্র গ্যাস ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অপারেটন গঠন করা হবে, যার মাধ্যমে বৈষম্যহীনভাবে যে কেউ প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের কমন কেরিয়ার ক্যাপাসিটি বুকিং পরিষেবা পেতে পারবেন এবং সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক মূলধন

৬৮. আমরা সেবি অ্যাক্ট, ১৯৯২, ডিপোজিটোরিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৬, সিকিউরিটিজ কন্ট্রাক্ট (রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং গভর্মেন্ট সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট, ২০০৭-এর সুবিধাগুলি সংহত করে একটি যুক্তিসংগত সয়ংসম্পূর্ণ সিকিউরিটিজ মার্কেটস কোড যাতে তৈরি করতে পারি - এই প্রস্তাব রেখেছি।

৬৯. সরকার জিআইএফটি/আইএফএসসি-তে একটি আন্তর্জাতিক মানের 'ফিন-টেক হাব' গড়ে তুলতে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।

৭০. এই চাপের সময়ে কর্পোরেট বন্ড বাজারের অংশীদারদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে একটি সাধারণ সেকেন্ডারি মার্কেট লিকুইডিটি বৃদ্ধির জন্য একটি স্থায়ী সংস্থাগত ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করার প্রস্তাব রয়েছে। এই প্রস্তাবিত সংস্থার দ্বারা চাপের সময় এবং সাধারণ সময় অর্থাৎ উভয় পরিস্থিতিতেই বিনিয়োগ গ্রেড-এর ঋণ সিকিউরিটিজ কেনা সম্ভব হবে আর এভাবে বন্ড বাজারের উন্নয়নেও সহায়তা হবে।

৭১. ২০১৮-১৯ বাজেটে সরকার দেশে সোনার বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করার ইচ্ছে ঘোষণা করেছে। এই উদ্দেশ্যের জন্য সেবি-কে একটি নিয়ন্ত্রক রূপে ঘোষণা করা হবে আর ওয়ারহাউজিং ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটিকে শক্তিশালী করে তোলা হবে, যার মাধ্যমে একটি কমোডিটি মার্কেট ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় এবং এতে ওয়ালহাউজিং ছাড়াও ভল্টিং, পরীক্ষানিরীক্ষা করার জায়গা এবং পণ্য পরিবহণকে যুক্ত করা যেতে পারে।

৭২. বিনিয়োগকারীদের সংরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আমার প্রস্তাব সকল ফিনানশিয়াল প্রোডাক্টের প্রতি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের অধিকার স্বরূপ একটি ইনভেস্টার চার্চার চালু করা হবে।

৭৩. অপরম্পরাগত শক্তি ক্ষেত্রকে আরও উৎসাহ জোগাতে আমার প্রস্তাব ভারতীয় সৌর শক্তি নিগম-এ ১,০০০ কোটি টাকা এবং ভারতীয় পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন এজেন্সি-তে ১,৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রাখছি।

বিমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

৭৪. আমি ইনসোরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৩৮ সংশোধনের মাধ্যমে বিমা কোম্পানিগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সীমাকে ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশ করা এবং নিরাপত্তা উপায়গুলি পালন করে বিদেশি মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। এই নতুন আইনের ব'লে অধিক নির্দেশনা এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভারতবাসী হবেন, আর ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নির্দেশক হবেন স্বাধীন নির্দেশক, আর লভ্যাংশের একটি বিশেষ শতাংশ সাধারণ রূপে সংরক্ষণ করা হবে।

একটি নতুন পরিকাঠামো স্থাপিত করে সঙ্কটগ্রস্থ সম্পত্তির সমাধান

৭৫. সরকারি ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটগ্রস্ত সম্পদের জন্য যাতে উচ্চস্তরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে তার জন্য এমন উপায় চাই যাতে ব্যাঙ্কগুলির আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। একটি অ্যাসেট রিকন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড আর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গড়ে তোলা হবে যেগুলির মাধ্যমে বর্তমানে সঙ্কটগ্রস্ত ঋণগুলিকে চিহ্নিত করা যায় আর সেগুলি হাতে নিয়ে সেই সম্পদের বিকল্প

বিনিয়োগ তহবিলের মাধ্যমে সমাধান করা যায়, আর অন্য সক্ষম বিনিয়োগকারীদের দেওয়া যায় যাতে তারা অন্তিম মূল্য পেতে পারেন।

সরকারি ব্যাঙ্কগুলির পুনঃমূলধনীকরণ

৭৬. সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক ক্ষমতাকে আরও আরও বেশি চিহ্নিত করার জন্য ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে ২০,০০০ কোটি টাকা পুনঃমূলধনীকরণের প্রস্তাব রয়েছে।

ডিপোজিট ইনসিওরেন্স

৭৭. গত বছর সরকার ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের ডিপোজিট বিমা কভারেজকে ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা মঞ্জুর করেছে। আমরা এই অধিবেশনে ডিআইসিজিসি অ্যাক্ট, ১৯৬১-তে সংশোধন করার একটি প্রস্তাব আনবো যাতে এর সুবিধাগুলিকে স্টিমলাইন করা সম্ভব হয়, যাতে কোনো ব্যাঙ্ক যদি অস্থায়ী রূপে নিজেদের দায়িত্ব পালনে অসফল হয় তাহলে সেই ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা জমা রাখা ব্যক্তিরা নির্ধারিত সময়ে নিজেদের টাকা ফেরত পেতে পারবেন সেটাই এই বিমা কভারেজের মধ্যে রাখতে হবে। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা জমা রাখা সেই আমানতকারীদের সাহায্য করা সম্ভব হবে, যাঁরা এই সময়ে চাপের মধ্যে রয়েছেন।

৭৮. ছোটখাটো ঋণ গ্রহীতাদের স্বার্থ সুরক্ষার পাশাপাশি ঋণ ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য এনডিএফসি-র জন্য যার ন্যূনতম সম্পদ ১০০ কোটি টাকা হতে পারে, সেগুলির সিক্যুরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন আর ফাইনানশিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এসএআরএফএইএসআই) অ্যাক্ট, ২০০২-এর অন্তর্গত ঋণ উদ্ধারের জন্য ব্যক্তির ন্যূনতম ঋণের সীমা ৫০ লক্ষ টাকার বর্তমান স্তর থেকে কমিয়ে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কোম্পানি বিষয়গুলি

৭৯. কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩ এর অন্তর্গত প্রক্রিয়াগত এবং প্রযুক্তিগত রূপে সমন পাঠানোর উপযোগী অপরাধগুলি সমাপ্ত করার কাজ এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাদের প্রস্তাব লিমিটেড

লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ (এলএলপি) অ্যাক্ট, ২০০৮-কে অপরাধ মুক্ত করে তোলার জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮০. মহোদয়, আমি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলির পরিভাষা সংশোধন করার প্রস্তাব রাখছি। আমার প্রস্তাব অনুসারে ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলিকে প্রদত্ত মূলধনের ন্যূনতম সীমা (থ্রেশহোল্ড) ৫০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে অনধিক ২ কোটি টাকা, আর বার্ষিক ব্যবসার ন্যূনতম সীমা ২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে অনধিক ২০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে ২ লক্ষেরও বেশি কোম্পানির নিয়ম পালনের প্রয়োজন মেটাতে সুবিধে হবে।

৮১. একটি অন্য উপায়ের প্রস্তাব আমি রাখছি, এর মাধ্যমে স্টার্ট-আপ এবং উদ্ভাবকদের লাভ হবে, এক ব্যক্তির মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি (ওপিসি)-কে মঞ্জুর করে পেইড-আপ মূলধন এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে কোনোরকম বাধানিষেধ ছাড়াই উন্নতিকে অনুমতি দিতে তারা যাতে যে কোনো সময় অন্য যে কোনো ধরণের কোম্পানি রূপে পরিবর্তিত হতে পারে তার অনুমতি দেওয়া হোক। ওপিসি গঠনের জন্য ভারতীয় নাগরিক রূপে তাদের দেশে থাকার সীমাকে ১৮২ দিন থেকে কমিয়ে ১২০ দিন করা হোক, আর প্রবাসী ভারতীয়দের (এনআরআই) ভারতে নিজস্ব ওপিসি স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

৮২. যে কোনো বিবাদের দ্রুত সমাধান সুনিশ্চিত করতে এনসিএলটি ফ্রেমওয়ার্ককে শক্তিশালী করে তোলা হবে, ই-কোর্টস ব্যবস্থা চালু করা হবে আর অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির জন্য ঋণ সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা আর বিশেষ ফ্রেমওয়ার্ক চালু করা হবে।

৮৩. আগামী ২০২১-২২ রাজকোষীয় বর্ষকালে আমাদের তথ্য বিশ্লেষক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং পরিচালিত এমসিএ২১ বর্জন ৩.০ শুরু করা হবে। এই বর্জন ৩.০-তে ই-স্ক্রুটিনি, ই-এডজুটিকেশন, ই-কনসালটেশন আর কার্যকর করার ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত মডিউলস থাকবে।

বিলগ্নিকরণ এবং কৌশলগত বিক্রয়

৮৪. কোভিড-১৯ সত্ত্বেও আমরা কৌশলগত বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যে কাজ করে গেছি। বিপিসিএল, এয়ার ইন্ডিয়া, শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, বিইএমএল, পবন হংস, নীলাচল ইস্পাত লিমিটেডের সঙ্গে হওয়া অনেক লেনদেন ২০২১-২২ এই সমাপ্ত হবে। ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে আমরা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক ছাড়াও দুটি সরকারি ব্যাঙ্ক এবং একটি সাধারণ বিমা কোম্পানি বেসরকারীকরণের প্রস্তাব রাখছি। এর জন্য আইনের সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে, আর বর্তমান অধিবেশনেই আমরা এই সংশোধন করতে চাই।

৮৫. ২০২১-২২ এই আমরা এলআইসি-র আইপিও আনবো, যার জন্য এবারের অধিবেশনে প্রত্যাশিত সংশোধন আনা হবে।

৮৬. আমরা আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজে অন্তর্গত ঘোষণা করেছি যে আমরা সরকারি কোম্পানিগুলিতে কৌশলগত বিলগ্নিকরণের একটি নীতি আনতে চলেছি। সংসদকে বিজ্ঞাপিত করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সরকার উক্ত নীতি অনুমোদন করে দিয়েছে। এই নীতিতে সমস্ত অসামরিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে বিলগ্নীকরণের একটি সুস্পষ্ট পথ দেখানো হয়েছে। আমরা নিজেদের কাছে এধরণের চারটি ক্ষেত্রকেই রেখেছি, যেগুলি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির মাধ্যমে ন্যূনতম সরকারি সংস্থাগুলি বেঁচে থাকবে আর বাকি সবগুলিকে বিক্রি করা হবে। এই নীতির মুখ্য বক্তব্যগুলি বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৭. বিলগ্নিকরণ নীতি প্রয়োগকে ত্বরান্বিত করতে আমি আমাদের এনআইটিআই-কে বলতে চাই যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সেই কোম্পানিগুলির পরবর্তী তালিকা প্রস্তুত করুন যেগুলিকে কৌশলগতভাবে বিলগ্নিকরণ করা হবে।

৮৮. এভাবে রাজ্যগুলিকেও তাঁদের বেসরকারি কোম্পানিগুলি বিলগ্নিকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে একটি উৎসাহবর্ধক প্যাকেজ আনতে চলেছি।

৮৯. অব্যবহৃত সম্পত্তিগুলি আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণে কোনো অবদান রাখার সম্ভাবনা নেই। এই অপ্রধান সম্পদগুলির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই অতিরিক্ত ভূমি থাকে যা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক/বিভাগ ও সরকারি কোম্পানিগুলির সম্পত্তির অংশ। এই জমিগুলিকে সরাসরি বিক্রি করে বা ছাড় দিয়ে এধরণের অন্য আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য

বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে, আর সেজন্যে আমার প্রস্তাব হল, এধরণের কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও কোম্পানিকে নিয়োগ করা হোক যাতে এই কাজটি সম্পূর্ণ হতে পারে।

৯০. অসুস্থ হওয়া বা লোকসানে চলা সরকারি কোম্পানিগুলিকে সময়মতো বন্ধ করার জন্য আমরা একটি এধরণের সংশোধিত পদ্ধতি চালু করতে চলেছি, যার মাধ্যমে এই ইউনিটগুলি যথাসময়ে বন্ধ করা সম্ভব হবে।

৯১. আমরা বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে ২০২১-২২-এ ১,৭৫,০০০ কোটি টাকা প্রাপ্তির অনুমান করেছি।

সরকারি আর্থিক সংস্কার

৯২. ট্রেজারি সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট সিস্টেম (টিএসএ)-র অন্তর্গত স্বশাসিত ইউনিটগুলি নিজেদের বাস্তব খরচের সময় সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে নিজেদের তহবিল সরাসরি বের করতে পারে। এর ফলে সুদ রূপে আসা বিনিয়োগ সাশ্রয় হয়। আমরা ২০২১-২২ থেকে এই টিএসএ পদ্ধতি ইউনিভার্সাল অ্যাপ্লিকেশন রূপে চালু করতে চলেছি।

৯৩. পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার প্রযোজিত প্রকল্পগুলিকে যুক্তিসংগত করে তুলতে এবং এগুলির সংখ্যা হ্রাস করতে বিস্তারিতভাবে কাজ করেছি। এর ফলে এদের ব্যয়কে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে আর আমাদের সামনে উন্নত পরিণাম দেখতে পাবো।

৯৪. সরকার বহু রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়নে দায়বদ্ধ, আর তাদের সব ধরণের সাহায্য করবে। সমবায় সমিতিগুলির জন্য 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস'-কে আরও বেশি সরল করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

৩. উচ্চাকাঙ্খী ভারতের জন্য সংহত উন্নয়ন

৯৫. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্তম্ভের নীচে আমরা কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলি কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ ভারত, প্রবাসী শ্রমিক এবং মজুরদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে কভার করতে চলেছি।

কৃষি

৯৬. সরকার কৃষকদের কল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধ। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যাতে কৃষকরা সমস্ত ধরণের উৎপাদিত ফসলের ওপর বিনিয়োগের দেড়গুণ মূল্য পেতে পারেন। ফসল কেনার কাজও এখন দ্রুত গতিতে চলছে। এর ফলে কৃষকদের পর্যাপ্ত অর্থ পেতে সুবিধে হচ্ছে।

৯৭. গমের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ সালে কৃষকদের থেকে মোট ৩৩,৮৭৪ কোটি টাকার ফসল কেনা হয়েছিল। ২০১৯-২০-তে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬২,৮০২ কোটি টাকা হয়েছিল। এবছর পরিস্থিতি আরও ভালো হয়েছে। আর কৃষকরা মোট ৭৫,০৬০ কোটি টাকা পেয়েছেন। ২০১৯-২০-তে গম উৎপাদনকারী কৃষকদের সংখ্যা ছিল ৩৫.৫৭ লক্ষ, যা ২০২০-২১-এ বেড়ে ৪৩.৩৬ লক্ষে পৌঁছেছে।

৯৮. ধানের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ সালে কৃষকরা মোট ৬৩,৯২৮ কোটি টাকা পেয়েছেন। ২০১৯-২০-তে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪১,৯৩০ কোটি টাকা হয়েছিল। ২০২০-২১-এ এই পরিস্থিতি আরও ভালো হয়েছে, আর ইতিমধ্যেই আনুমানিক ১,৭২,৭৫২ কোটি টাকা পেয়েছেন। এভাবে লাভবান হওয়া কৃষকদের সংখ্যা ২০১৯-২০ সালে ১.২৪ কোটি ছিল, ২০২০-২১-এ তা বেড়ে ১.৫৪ কোটি হয়েছে।

৯৯. এভাবে ডালের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪-তে ২৩৬ কোটি টাকা কৃষকরা পেয়েছেন। ২০১৯-২০-তে তা বেড়ে ৮,২৮৫ কোটি টাকা হয়েছিল, আর এখন ২০২০-২১-এ ডাল চাষীরা ১০,৫৩০ কোটি টাকা পেয়েছেন, যা ২০১৩-১৪-র তুলনায় ৪০ গুণ বেশি।

১০০. কার্পাস কৃষকদের পাওয়া অর্থেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে তারা ৯০ কোটি টাকা পেয়েছিলেন, যা ২৭ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত হিসেব করলে ২০২০-২১-এ তারা পেয়েছেন ২৫,৯৭৪ কোটি টাকা। এর বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট (iv)এ দেওয়া হয়েছে।

১০১. এবছরের শুরুতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটি 'স্বামিত্ব প্রকল্প' শুরু করেছেন। এই প্রকল্পের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে সম্পত্তির মালিকদের পাট্টা দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১২৪১টি গ্রামে প্রায় ১.৮০ লক্ষ সম্পত্তির মালিককে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। এখন আমার প্রস্তাব হলো ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে এই প্রকল্পকে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু করার।

১০২. আমাদের কৃষকদের পর্যাপ্ত ঋণ সুলভে পাওয়ার ব্যবস্থা করতে আমরা ২০২২ অর্থ বর্ষে কৃষি ঋণের লক্ষ্য বাড়িয়ে ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা করেছি। আমাদের লক্ষ্য পশুপালন, ডেয়ারি শিল্প এবং মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে আরও অধিক সুলভ ঋণ প্রদান।

১০৩. আমরা গ্রামীণ পরিকাঠামো বিকাশ তহবিলে করা বন্টনকে ৩০,০০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা করছি।

১০৪. নাবার্ডের অন্তর্গত ৫ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র সেচ তহবিল স্থাপন করা হয়েছে। আমার প্রস্তাব হলো এতে ৫ হাজার কোটি টাকা আরও জমা করে এই প্রকল্পটিকে দ্বিগুণ করা হোক।

১০৫. কৃষিজাত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে উৎসাহ দিতে এবং এগুলির রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য "অপারেশন গ্রিন স্কিম" যা এই সময় শুধু টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা এর আওতা বাড়িয়ে এর সঙ্গে উচ্চ পচনশীল আরও ২২টি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট পণ্যকে সামিল করবো।

১০৬. ই-ন্যামের মাধ্যমে ১.৬৮ কোটি কৃষকদের নিবন্ধীকৃত করা হয়েছে, আর ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা বাণিজ্যিক মূল্য পাওয়া গেছে। ই-ন্যামের মাধ্যমে কৃষি বাজারে যে স্বচ্ছতা এবং প্রতিস্পর্ধা দেখা গেছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আরও ১,০০০টি মান্ডিকে ই-ন্যামের অন্তর্গত করা হবে।

১০৭. এপিএমসি কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের পরিষেবা প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে কৃষকরা তাদের বুনিয়াদি সুবিধাগুলি বৃদ্ধি করতে পারবেন।

মৎস্যচাষ

১০৮. আমরা আধুনিক মৎস্য-বন্দরগুলি এবং ফিস ল্যান্ডিং সেন্টার উন্নয়নে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছি। শুরুতে ৫টি মৎস্য-বন্দর যেমন কোচি, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, পারাদ্বীপ এবং পেটুয়াঘাটের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে হাব রূপে বিকশিত করা হবে। আমরা নদী এবং জলপথের পাশে থাকা অন্তর্দেশীয় মৎস্যবন্দরগুলি এবং ফিস ল্যান্ডিং সেন্টারগুলিরও উন্নয়ন করবো।

১০৯. সমুদ্রগুটিকা বা সি উইড চাষ এমন একটি ক্ষেত্র রূপে উঠে আসছে যার মধ্যে সমুদ্র তটবর্তী জনবসতিগুলির জীবনে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রয়েছে। এর ফলে বৃহৎ সংখ্যক মানুষে র কর্মসংস্থান হতে পারে আর অতিরিক্ত আয় সম্ভব হবে। সমুদ্রগুটিকা উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তামিলনাড়ুতে একটি মাল্টি পার্পাস সি উইড পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি।

প্রবাসী শ্রমিক এবং মজুর

১১০. আমরা এক রাষ্ট্র এক রেশন কার্ড প্রকল্প চালু করেছি। এর অন্তর্গত সুবিধাভোগীদের আমরা দেশের যে কোনো জায়গায় রেশন দিতে পারি। এই প্রকল্পের ফলে প্রবাসী মজুরেরা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছেন, কারণ তাঁরা নিজেদের পরিবার থেকে দূরে থাকেন, আর যেখানে থাকেন সেখানেই তাঁর ভাগের রেশন তুলতে পারছেন, একই সঙ্গে তাঁর গ্রামের পরিবারও বাকি রেশন তুলতে পারছেন। আপনাদের একথা বলে আমি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করছি যে, এই 'এক রাষ্ট্র এক রেশন কার্ড' -এর প্রকল্প দেশের ৩২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়েছে, আর এর মাধ্যমে প্রায় ৬৯ কোটি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন, তাঁরা মোট সুবিধাভোগীদের ৮৬ শতাংশ। অবশিষ্ট চারটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রকল্প চালু হয়ে যাবে।

১১১. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য - বিশেষ করে প্রবাসী মজুরদের জন্য আমরা যে সব উদ্যোগ নিয়েছি, সেগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি একটি পোর্টাল শুরু করার প্রস্তাব রেখেছি। যাতে নৌকো নির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য নির্মাণ কার্যে অস্থায়ী এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সম্পর্কে সংগত তথ্য সংগৃহীত করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, আবাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, বিমা ঋণ এবং খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি রচনা করতে সুবিধা হবে।

১১২. আমরা চারটি শ্রম বিধি কার্যকর করে, সেই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে পারবো, যার সূত্রপাত ২০ বছর আগে হয়েছিল। সারা পৃথিবীতে প্রথমবার জলযান এবং প্ল্যাটফর্মে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বা লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এবার আমরা চারটি শ্রম বিধি কার্যকর করে সকল শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা চালু করেছি; তাঁদেরকে কর্মচারি রাজ্য বিমা নিগমের আওতায় আনা হবে। মহিলাদের সকল শ্রেণিতেই কাজ করার অনুমতি থাকবে; তাঁরা নাইট শিফটে কাজ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এই সময় চাকুরিদাতাদের কার্যকরি দায়িত্ব কম করা হবে, আর তাঁদেরকে সিঙ্গেল রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্সিংএর সুবিধা দেওয়া হবে । তাঁরা নিজেদের আয়কর রিটার্ণ অনলাইনে দাখিল করতে পারবেন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ

১১৩. তপশিলী জাতি, তপশিলী জনজাতি এবং মহিলাদের জন্য চালু করা "স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া" স্কিমের অন্তর্গত ঋণের সুবিধাকে আরো উন্নত করতে, আমার প্রস্তাব হল – মার্জিন মানির প্রয়োজনীয়তাকে ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করে দেওয়া হোক। আর এতে কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্য প্রদত্ত ঋণকেও সামিল করা হোক।

১১৪. আমরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। এবারের বাজেটেও আমরা এক্ষেত্রের জন্য ১৫,৭০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছি। যা এবছরের বাজেট অনুমানেরও দ্বিগুণ।

৪. মানব সম্পদের পুনঃশক্তি বৃদ্ধি

১১৫. সম্প্রতি ঘোষিত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ভালো সাড়া ফেলেছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা

১১৬. ১৫,০০০ থেকে বেশি বিদ্যালয়কে উৎকর্ষের নিরিখে সংস্কার করা হবে। যাতে সেগুলিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির সমস্ত সুবিধাগুলি থাকে। আর সেগুলি নিজের নিজের এলাকায় একটি দৃষ্টান্তমূলক বিদ্যালয়রূপে উঠে আসে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকেও সাহায্য করা হবে এবং পথ দেখানো হবে, যাতে তারাও এই নীতির আদর্শগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

১১৭. অসরকারি সংগঠন পরিচালিত – বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি - রাজ্য সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সারা দেশে ১০০টি নতুন সৈনিক স্কুল চালু করা হবে।

উচ্চতর শিক্ষা

১১৮. ২০১৯ – ২০ বাজেটে আমি ভারতীয় উচ্চতর শিক্ষা আয়োগ গঠন করার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমি একে বাস্তবায়িত করার জন্য এবছর আইন পাশ করার প্রস্তাব রেখেছি। এটি একটি বড় ছাতার মতো সংস্থা হবে, যেখানে নির্ধারণ, প্রত্যায়ন, নীতি প্রণয়ন এবং ফান্ডিং –এর জন্য চারটি ভিন্ন অনুঘটক থাকবে।

১১৯. আমাদের অধিকাংশ শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থাকে, যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাহায্য পায়। উদাহরণস্বরূপ, হায়দ্রাবাদে এরকম ৪০টি বিশেষ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরকম ৯টি শহরে আমরা নিয়মমাফিক ছাতার মতো সংস্থা স্থাপন করবো। যেগুলির মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উন্নত সমন্বয় সম্ভব হবে, পাশাপাশি এদের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসনও বজায় রাখা যাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে একটি "গ্লু গ্র্যান্ট" স্বতন্ত্রভাবে রাখা হবে।

১২০. লাদাখে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য লেহ-তে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রেখেছি।

১২১. এই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা কিছু অন্য প্রধান প্রকল্পকে পরিশিষ্ট – (v) –এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

তপশিলি জাতি এবং তপশিলি জনজাতির কল্যাণ

১২২. আমরা আমাদের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ৭৫০টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব রেখেছি। আমার প্রস্তাব এই ধরণের প্রতিটি স্কুলের 'ইউনিট কস্ট' ২০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৮ কোটি টাকা আর পাহাড়ি ও দুর্গম অঞ্চলগুলিতে অবস্থিত এধরণের স্কুলগুলির জন্য ৪৮ কোটি টাকা করা। এর ফলে আমাদের বিভিন্ন জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

১২৩. আমরা তপশিলি জাতির কল্যাণের জন্য পোস্ট ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তি প্রকল্প পুনরুদ্ধার করছি। আমরা এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সহায়তাও বাড়িয়েছি। তপশিলি জাতির ৪ কোটির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০২৫-২৬ পর্যন্ত ৬ বছরের জন্য ৩৫,২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি।

দক্ষতা

১২৪. ২০১৬-তে আমরা একটি জাতীয় অ্যাপ্রিন্টিসশিপ প্রমোশন স্কিম শুরু করেছিলাম। সরকার আমাদের যুব সম্প্রদায়ের অ্যাপ্রিন্টিসশিপের সুযোগ আরও বাড়াতে এই অ্যাপ্রিন্টিসশিপের আইনটির সংশোধনের প্রস্তাব রেখেছে। আমরা শিক্ষান্তে অ্যাপ্রিন্টিসশিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক এবং ডিপ্লোমা অর্জনকারীদের জন্য ন্যাশনাল অ্যাপ্রিন্টিসশিপ ট্রেনিং স্কিমের বর্তমান প্রকল্পটিকে আবার পুনর্বিন্যস্ত করতে চাই। সে জন্য ৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২৫. সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সঙ্গে অংশীদারীত্বে একটি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে উন্নতমানের দক্ষতার ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ, মূল্যায়ণ এবং এর মাধ্যমে শংসাপত্র পাওয়া শ্রমিকদের কাজে লাগানো যায়। ভারত এবং জাপানের মধ্যে আমাদের একটি যৌথ প্রশিক্ষণ ও পারস্পরিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচী চলছে। এর ফলে জাপানের শিল্পোদ্যোগ এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা, প্রযুক্তি আর জ্ঞানে ঋদ্ধ হতে পারি। আমরা অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এধরণের কিছু উদ্যোগ শুরু নেবো।

৫. উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন

১২৬. আমার ২০১৯ সালের জুলাই মাসের বাজেট বক্তৃতায় আমি একটি ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ঘোষণা করেছিলাম। এখন আমরা এটিকে ৫ বছরে ৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে এই এনআরএফ-এর কর্মপদ্ধতি তৈরি করে নিয়েছি। এর ফলে দেশের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান ব্যবস্থা মজবুত হবে আর জাতীয় অগ্রাধিকার সম্পন্ন ক্ষেত্রগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া সম্ভব হবে।

১২৭. বিগত দিনে দেশে ডিজিটাল লেনদেন অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ডিজিটাল লেনদেনকে আরও বেশি উৎসাহ জোগাতে আমরা একটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি, যার মাধ্যমে ডিজিটাল মোডে টাকা পাঠালে আর্থিকভাবেও উৎসাহিত করা সম্ভব হবে।

১২৮. আমরা একটি নতুন উদ্যোগ জাতীয় ভাষা অনুবাদ মিশন বা 'এনটিএলএম' শুরু করতে চলেছি। এর মাধ্যমে প্রশাসন এবং নীতি সম্পর্কিত জ্ঞানকে ভারতের প্রধান ভাষাগুলিতে ইন্টারনেটে প্রকাশ করা যাবে।

১২৯. নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (এলএসআইএল) যেটি আমাদের দেশে মহাকাশ বিভাগের অধীনস্থ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, পিএসএলভি-সিএস৫১-কে উৎক্ষেপণ করবে। যেটি তার সঙ্গে ব্রাজিলের অ্যামাজনিয়া কৃত্রিম উপগ্রহও মহাকাশে প্রতিষ্ঠাপনের জন্য নিয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে ভারতেরও কয়েকটি ছোটখাটো কৃত্রিম উপগ্রহ থাকবে।

১৩০. গগণযান মিশনের কার্যকলাপ ছাড়াও ভারতের চারজন মহাকাশযাত্রীকে রাশিয়ার জেনেরিক স্পেস ফ্লাইট পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত দেওয়া হচ্ছে। মানববিহীন প্রথম উৎক্ষেপণ ২০২১-এর ডিসেম্বর মাসে হবে।

১৩১. আমাদের সমুদ্রগুলি জৈব এবং অজৈব সম্পদের ভাণ্ডার। এই ব্যবস্থাকে খুব নিবিড়ভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি গভীর সমুদ্র অভিযান শুরু করতে চলেছি, সেজন্য আগামী ৫ বছরে ৪,০০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অভিযানে গভীর সমুদ্রে গবেষণা ও অনুসন্ধানের পাশাপাশি জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রকল্পকেও সামিল করা হয়েছে।

৬. ন্যূনতম সরকার অধিকতম প্রশাসন

১৩২. অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি ৬টি স্তম্ভের সর্বশেষ স্তম্ভটি নিয়ে বললো। এটি আমাদের প্রধান সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত – ন্যূনতম সরকার অধিকতম প্রশাসনে সংস্কারের জন্য প্রকল্পগুলির রূপরেখা রচনা করবে।

১৩৩. আমরা বিগত ৬ বছরে দ্রুততার সঙ্গে বিচার সম্পাদনের লক্ষ্যে ট্রাইব্যুনালগুলির কর্মপদ্ধতি সংস্কারের জন্য কয়েক ধরণের পদক্ষেপ নিয়েছি। এই সংস্কার প্রক্রিয়াকে জারি রেখে আমি এখন ট্রাইব্যুনালগুলির কর্মপদ্ধতিকে যুক্তি সংগত করে তোলার আরও কিছু উপায় প্রস্তাব রাখছি।

১৩৪. আমরা ৫৬টি সহযোগী স্বাস্থ্য সুরক্ষা পেশায় স্বচ্ছ ও দক্ষতা বিধান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সংসদে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর অ্যালায়েড হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস বিল' পেশ করেছি। এছাড়া সেবাবৃত্তিতে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং শাসন সংক্রান্ত সংস্কার আনার জন্য সরকার 'ন্যাশনাল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াফারি কমিশন বিল' পেশ করবে।

১৩৫. যারা সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সিপিএসইগুলির সঙ্গে লেনদেন করেন আর বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করতে হয়, তাঁদের ব্যবসায়িক সুগমতার জন্য আমি একটি কনসাইরেশন মেকানিজম স্থাপন করা আর চুক্তি সংক্রান্ত বিবাদগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করতে এর ব্যবহারকে আইনসঙ্গত করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগকারী এবং চুক্তি সম্পাদনকারীদের বিশ্বাস বাড়বে।

১৩৬. আগামী জনগণনা ভারতের ইতিহাসে প্রথম ডিজিটাল জনগণনা হবে। এটি যাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাইলফলক রূপে প্রমাণিত হয় তা সুনিশ্চিত করতে আগামী ২০২১-২২-এ এই বাবদ ৩,৭৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি।

১৩৭. গোয়া পর্তুগাল শাসন থেকে রাজ্যের মুক্তির হীরকজয়ন্তী বর্ষ পালন করছে। এই আয়োজনের জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গোয়া সরকারকে ৩০০ কোটি টাকা অনুদানের প্রস্তাব রাখছি।

১৩৮. আমি চা শ্রমিকদের, বিশেষ করে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মহিলা ও তাঁদের শিশুদের কল্যাণের জন্য ১,০০০ কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব রেখেছি। সেজন্য একটি বিশেষ প্রকল্প তৈরি করা হবে।

রাজকোষের অবস্থা

১৩৯. আমার ভাষণের এই অন্তিম কয়েকটি অনুচ্ছেদে আমি এই প্রতিষ্ঠিত সভার লক্ষ্য এই তথ্যের দিকে আকর্ষণ করতে চাইবো, যে বর্তমান অর্থবর্ষের শুরুতে, অর্থনীতিতে অতিমারির প্রভাবের পরিণামস্বরূপ রাজস্ব সংগ্রহ কমে গিয়েছিল। সমাজের সংরক্ষিত বর্গের মানুষেরা বিশেষ করে গরীব, মহিলা, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি জনজাতির মানুষদের অনিবার্য ছাড় দেওয়ার জন্য অত্যধিক ব্যয়ের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৪০. অনেক দেশের নেওয়া পদ্ধতিগুলির বিপরীতে হেঁটে আমরা মহামারীর সময়ে মাঝারি মাপের প্যাকেজের শৃঙ্খলার পথ বেছে নিয়েছিলাম, যাতে আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক অংশগুলি সংশোধন করতে পারি এবং আরও অগ্রাধিকার দিতে পারি। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি যখনই স্থিতিশীল হয় আর লকডাউন ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া যায়, তখন আমরা সরকারি খরচ বৃদ্ধির উদ্দেশে কাজ করি, যাতে দেশীয় চাহিদায় রক্ত সঞ্চার করা যায়। এর পরিণামস্বরূপ ২০২০-২১-এর জন্য ৩০.৪২ লক্ষ কোটি টাকার মোট বাজেট অনুমান ব্যয়ের তুলনায় আমাদের সংশোধিত অনুমান পরিসংখ্যান ৩৪.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। আমাদের ব্যয়ের উৎকর্ষ বজায় রাখা হয়েছে মূলধনগত ব্যয়ের বিই এস্টিমেটস ২০২০-২১-এ ৪.১২ লক্ষ কোটি টাকার তুলনায় ২০২১-২২-এ ৪.৩৯ লক্ষ কোটি টাকা হওয়ার কথা অনুমান করা হয়েছে।

১৪১. আর.ই. ২০২০-২১-এ রাজকোষের লোকশান জিডিপি-র ৯.৫ শতাংশ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা এই সরকারি ঋণ, বহু পাক্ষিক ঋণ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল এবং স্বল্প সময়ের জন্য ঋণের মাধ্যমে নির্ধারণ করেছি। আমাদের আরও ৮০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে যেজন্য আমরা এই দুই মাসে বাজারের সঙ্গে সম্পর্কও গড়ে তুলবো এটা সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে এই অর্থনীতি প্রয়োজনীয় শক্তি ফিরে পায়। ২০২১-২২-এ ব্যয়ের জন্য আমাদের পরিসংখ্যানে ৩৪.৮৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এতে মুলধন সংক্রান্ত ব্যয় রূপে ৫.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে। এভাবে ২০২০-২১-এর বি.ই. পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে ৩৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বি.ই. ২০২১-২২-এ রাজকোষের লোকসান আনুমানিক জিডিপি-র ৬.৮ শতাংশ হবে। আগামী বছরের জন্য বাজারের সকল ঋণ প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা জাতীয় ঋণের সুদ পরিশোধ করতে আমাদের বিভিন্ন খাতের রাজস্বের অংশ নিয়ে গঠিত তহবিল গঠনের পথে এগিয়ে যেতে হবে আর আমরা রাজকোষের ঋণের স্তরকে কম করে ২০২৫-২৬-এর মধ্যে সাধারণ রূপে স্থির হ্রাসের পাশাপাশি জিডিপি-কে ৪.৫ শতাংশে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা আগে একদিকে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর ও রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবো , আর অন্যদিকে সরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানির সম্পত্তি এবং জমি বিলগ্নীকরণের মাধ্যমে রাজকোষের ঘাটতি পূরণের প্রক্রিয়া

চালিয়ে যাবো। এই অর্থবিলের মাধ্যমে ভারতের আকস্মিকতা তহবিল ৫০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩০,০০০ কোটি টাকা করা হচ্ছে।

১৪২. পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অভিমত অনুসারে আমরা রাজ্যগুলির জন্য মোট ঋণের সামান্য উচ্চতম সীমা সকল রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন (জিএসডিপি)-র ৪ শতাংশ পর্যন্ত করার অনুমতি দিচ্ছি। এই উচ্চতম সীমার একটি অংশ ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটেল এক্সপেনডিচার রূপে খরচ করার জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। জিএসডিপি-র ০.৫ শতাংশের সমান মূল্যের অতিরিক্ত ঋণের উচ্চতম সীমাকে শর্তাধীন করা হবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলির কাছে ২০২৩-২৪-এর মধ্যে রাজকোষীয় ঋণ জিএসডিপি-র ৩ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছনোর প্রত্যাশা করা হবে।

১৪৩. ২০১৯-২০-র জুলাইয়ের বাজেটে আমি অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদে স্টেটমেন্ট ২৭ পেশ করেছিলাম – এতে সরকারি/এজেন্সিগুলির সেই ঋণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছিল যেগুলি ভারত সরকারের প্রকল্পগুলির অর্থ জোগানের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, আর যেগুলি পরিশোধের বোঝাও সরকারের ওপর বর্তায়। আমাদের ২০২০-২১-এর বাজেটে আমি ভারতীয় খাদ্য নিগমকে দেওয়া সরকারি ঋণকে সামিল করে স্টেটমেন্টের সুযোগ এবং পরিধিকে কভারেজকে বিস্তারিত করেছি। এই লক্ষ্যে আরেকটি পদক্ষেপ নিয়ে আর.ই. ২০২০-২১ এবং বি.ই. ২০২১-২২, এ বাজেট বরাদ্দ করে খাদ্য ভর্তুকি বাবদ ভারতীয় খাদ্য নিগমকে প্রদত্ত এনএসএসএফ ঋণ বন্ধ করার প্রস্তাব রাখছি। অতিরিক্ত বাজেট সম্পদের বিবরণ পরিশিষ্ট VI-এ রয়েছে।

১৪৪. আমরা জানি যে এফআরবিএম আইন অনুসারে জিডিপি-র ৩ শতাংশের সমতুল রাজকোষের লোকসান ৩১ মার্চ ২০২০-২১-এর মধ্যে অর্জন করতে হবে। এবছরের অভূতপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ফলে এই এফআরবিএম আইনের ধারা ৪ (৫) আর ৭ (৩) (খ) এর অন্তর্গত ডিভিয়েশন স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে, যা আমি এফআরবিএম নথিগুলির অংশরূপে সভার টেবিলে রাখছি।

১৪৫. আমি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষের লোকসান পুরনের জন্য যে সাধারণ উপায়ের কথা উল্লেখ করেছি তা আমি এফআরবিএম আইনের সংশোধনের জন্য পেশ করবো।

১৪৬. ২০২০ সালের ৯ ডিসেম্বর, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ২০২১-২৬ সময়কালকে কভার করে তাঁদের অন্তিম প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতিজির কাছে পেশ করেছেন। সরকার কমিশনের প্রতিবেদন, রাজ্যগুলির

উর্ধমুখী অংশীদারীত্বের ৪১ শতাংশে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সংসদে ব্যাখ্যামূলক টিপ্পনী সহকারে ইতিমধ্যেই পেশ করেছে। আমরা রাজকোষের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিই আর সেজন্য এই সুপারিশটি পালনের প্রস্তাব রাখছি। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সময় একটি রাজ্য ছিল বলে জম্মু এবং কাশ্মীরও ডিভোলিউশনের অধিকারী ছিল। এখন জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় তাদের অর্থের সংস্থান কেন্দ্রীয় সরকার করবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আমি ২০২১-২২-এ ১৭টি রাজ্যকে রাজস্ব লোকসান অনুদান রূপে ১,১৮,৪৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি, যেখানে ২০২০-২১-এ এই বাবদ ১৪টি রাজ্যকে ৭৪,৩৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল।

আমি এখন আমার বক্তব্যের ভাগ খ-তে যাবো।

ভাগ – খ

১৪৭. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এসময় বিশ্ববাসী অতিমারির কারণে অত্যন্ত কঠিন সঙ্কট এবং তার পরিণামের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই কঠিন সময়ে যখন অধিকাংশ দেশের লাইনচ্যুত অর্থনীতি আবার লাইনে ফিরে আসার জন্যে সংঘর্ষ করছে, আমাদের দেশের জনগণ, আর শিল্পোদ্যোগগুলি অসাধারণ পুনরুত্থান শক্তি প্রদর্শন করেছে।

১৪৮. যেমনটি আগেও বলেছি, অতিমারির পর বিশ্ব ব্যবস্থা নতুন রূপে উঠে আসছে। এতে এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান হতে চলেছে। আর তার মধ্যে ভারতের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের কর ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ এবং দক্ষ হতে হবে। আর সেজন্যে দেশে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহ জোগাতে হবে। পাশাপাশি, এটাও দেখতে হবে যাতে এই ব্যবস্থা আমাদের করদাতাদের ওপর বেশি বোঝা না চাপায়।

"তাকেই একজন যোগ্য রাজা / শাসক বলা যায়, যিনি সম্পদ সৃষ্টি বা অর্জন করে তাকে রক্ষা করেন এবং সকলের ভালোর জন্য ভাগ করে দেন"। - **থিরুক্কুরাল ৩৮৫**

প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাব

১৪৯. এই দর্শনকে মাথায় রেখে আমাদের সরকার, কর দাতাদের এবং দেশের অর্থনীতির লাভের জন্য প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় অনেক ধরণের সংস্কার এনেছে মহামারীর কয়েক মাস আগে। দেশে বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে আমরা দেশে কর্পোরেট করের হার অনেক কমিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে ভারত, বিশ্বের ন্যূনতম কর্পোরেট কর সম্পন্ন দেশগুলির তালিকায় সামিল হয়েছিল। লভ্যাংশ বিতরণ করও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কর ছাড়ের সীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে অল্প কর দাতাদের ওপর থেকে বোঝা কমা নো হয়েছে। ২০২০ সালে আয়কর রিটার্ন জমাদাতাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৪৮ কোটিতে পৌঁছে গেছে। ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল, মাত্র ৩.৩১ কোটি।

১৫০. প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনে আমরা সম্প্রতি ফেসলেস অ্যাসেসমেন্ট এবং ফেসলেস আপিল চালু করেছি। এখন আমরা কর প্রশাসন এবং বিবাদ ব্যবস্থাপনাকে আরো সরল করে তুলতে এবং কর ব্যবস্থা কার্যকরী করাকে আরো সহজ করার চেষ্টা করছি।

বয়স্ক নাগরিকদের কর ছাড়

১৫১. আমি দেশের বরিষ্ঠ নাগরিকদের প্রণাম জানিয়ে প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবগুলি শুরু করছি। এই বয়স্ক নাগরিকদের অনেকেই নিজেদের অনেক বুনিয়াদী প্রয়োজন ত্যাগ করেও দেশ গঠনে অনেক পরিশ্রম করেছেন।

১৫২. এখন আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমরা যখন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেশ গঠনের কাজ করছি, আমাদের ৭৫ বছর এবং তার থেকে অধিক বয়সী বরিষ্ঠ নাগরিকদের কর দানের বোঝা লাঘব করতে চাই। যে বরিষ্ঠ নাগরিকদের শুধুই পেনশন এবং তার সুদ থেকে আয় হয়, তাঁদের জন্যে এমনকি আয়কর রিটার্ণ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও ছাড়ের প্রস্তাব রাখছি। যে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁরা পেমেন্ট পান, সেই ব্যাঙ্ক বয়স্কদের আয় থেকে প্রয়োজনীয় কর কেটে নেবে।

আয়কর প্রক্রিয়ার সময় হ্রাস করা

১৫৩. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া ৬ বছর পর্যন্ত এবং জালিয়াতির ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত আবার উন্মুক্ত করার প্রস্তাব রাখছি। করদাতাদের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়।

১৫৪. সেজন্য আমি কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে আবার উন্মুক্ত করার সময়সীমা ৬ বছর থেকে কমিয়ে ৩ বছর করার প্রস্তাব রাখছি। আর জালিয়াতির ক্ষেত্রে যেখানে বছরে ৫০ লক্ষ কিংবা তার বেশি আয় লুকানোর প্রমাণ রয়েছে, সেই মামলাগুলিতে কর নির্ধারণকে আবার ১০ বছর পর্যন্ত উন্মুক্ত করা যেতে পারে। এভাবে আবার উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়াও আয়কর বিভাগের উচ্চতম স্তরের আধিকারিক প্রিন্সিপ্যাল চিফ কমিশনারের অনুমোদনের পরই সম্ভব হয়।

বিবাদ সমাধান সমিতির স্থাপনা

১৫৫. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমাদের সরকারের সংকল্প যে, মামলা মোকদ্দমা কমাতে হবে। যা বর্তমান কর প্রণালীকে জটিল করে রেখেছে।

১৫৬. সরকার, কর দাতাদের দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা বিবাদগুলি মেটানোর সুযোগ দিতে আর সময় এবং সম্পদের উপর অতিরিক্ত বোঝার থেকে তাদেরকে রেহাই দিতে প্রত্যক্ষ কর বিবাদ থেকে বিশ্বাস স্কিম নিয়ে এসেছে। এই স্কিমকে কর দাতা মহা উৎসাহে স্বীকার করে নিয়েছে। ২০২১এর ৩০শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই স্কিমের মাধ্যমে ১ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি কর দাতা ৮৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যে কর বিবাদ সমাধানের বিকল্প দিয়েছেন।

১৫৭. ছোট করদাতাদের জন্য মামলা – মোকদ্দমা কম করার উদ্দেশ্যে আমি বিবাদ সমাধান সমিতি গঠনের প্রস্তাব রাখছি। যা দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করার জন্য ফেসলেস হবে। ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর দিতে হয় এরকম আয়, আর ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবাদিত আয়ের যে কোনো ব্যক্তি এই সমিতির সাহায্য পেতে পারেন।

ফেসলেস আইটিএটি

১৫৮. কর প্রক্রিয়াকে সরল করে তুলতে আর স্বেচ্ছাচারিতা কম করার জন্যে আমরা কর পর্যালোচনা প্রক্রিয়াকে ফেসলেস এবং আঞ্চলিকতামুক্ত করতে দায়বদ্ধ। সরকার, এবছরের গোড়াতেই ফেসলেস কর নির্ধারণ এবং আপিল শুরু করে দিয়েছে।

১৫৯. আয়কর আপিলের পরবর্তী স্তর হয়, ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল। এখন আমি এই ট্রাইবুনালকে ফেসলেস করে তোলার প্রস্তাব রাখছি। আমরা একটি ন্যাশনাল ফেসলেস ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল সেন্টার স্থাপন করবো। এই অ্যাপিলেট এবং আবেদন কর্তার মধ্যে সমস্ত পত্রালাপ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হবে। যেখানে ব্যক্তিগত শুনানির প্রয়োজন পড়বে, সেখানে ভিডিও কনফারেন্সিং–এর মাধ্যমে শুনানি হবে।

প্রবাসী ভারতীয়দের কর ছাড়

১৬০. যখন প্রবাসী ভারতীয়রা দেশে ফেরেন, তখন নিজেদের বিদেশি রিটায়ারমেন্ট অ্যাকাউন্টগুলি তাদের জমা করা আয় থেকে শুরু করে আরো অনেক সাম্মানিকের ব্যবস্থা থাকে বলে কর দানের সমস্যা হয়। এগুলি সাধারণত ভারতীয় কর ব্যবস্থার সময়সীমার সঙ্গে মিল না থাকার কারণে হয়। এক্ষেত্রে তাদের বিদেশ থাকা পাওয়া অর্থ ভারত সরকারকে কর দানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি এই সমস্যাগুলি দূর করার জন্য দ্বিগুণ করা থেকে বাঁচাতে সেই দেশগুলির নিয়ম জানানোর প্রস্তাব রাখছি।

অডিটে ছাড়

১৬১. বর্তমানে আপনার টার্নওভার ১ কোটির বেশি হলে আপনার অ্যাকাউন্টকে অডিট করাতে হয়। ফেব্রুয়ারির ২০২০র বাজেটে আমি অডিটের সীমা ৯৫ শতাংশ ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে ৫ কোটি পর্যন্ত বাড়িয়েছিলাম। ডিজিটাল লেনদেনকে আরো বেশি উৎসাহ দিতে এবং কর প্রক্রিয়ার বোঝা কমাতে আমি এই ধরণের ব্যক্তিদের অডিটের সীমাকে ৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি করার প্রস্তাব রাখছি।

লভ্যাংশে কর ছাড়

১৬২. বিগত বাজেটে আমি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য লভ্যাংশ বিতরণ (ডিডিটি) বাতিল করে দিয়েছিলাম। লভ্যাংশ শেয়ার ধারকদের হাতে কর যোগ্য করে দেওয়া হয়েছিল। এখন কর প্রক্রিয়াকে আরো সরল করতে আরইআইটি / ইনভিট –এ লভ্যাংশের পেমেন্টকে টিডিএস থেকে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। তাছাড়া, যেহেতু অগ্রিম কর পেমেন্টের ক্ষেত্রে শেয়ার ধারকদের লভ্যাংশ আয়ের পরিমাণ ঠিকভাবে অনুমান করা যায় না, সেজন্য আমি লভ্যাংশ আয়ের উপর দেয় অগ্রিম করের ঘোষণা তাদের পেমেন্টের পরই সম্পন্ন করার প্রস্তাব রাখছি। তাছাড়া বিদেশি সংস্থাগত বিনিয়োগকারীদের জন্য আমি লভ্যাংশ আয়ের উপর নিম্নচুক্তির হারে কর নেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ

১৬৩. বিগত বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য আমরা বিদেশি সোভারেন্ট ওয়েল্থ ফান্ডগুলি এবং পেনশনগুলিকে ভারতীয় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে তাদের রোজগারের উপর কিছু শর্তাধীন রেখে ১০০ শতাংশ কর ছাড় দিয়েছিলাম। এর ফলে আমরা দেখেছি, কিছু এমন ফান্ড কিছু শর্ত পূরণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এবার বৃহৎ সংখ্যক ফান্ড ভারতে বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করতে আমি প্রাইভেট ফান্ডিং-এর ক্ষেত্রে নিষেধ, ব্যবসায়িক গতিবিধি এবং পরিকাঠামোয় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের উপর বাধা সৃষ্টি করে এরকম কিছু শর্তকে শিথিল করার প্রস্তাব রাখছি।

১৬৪. জিরো কুপন বন্ড জারি করে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অর্থের জোগানকে অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি নোটিফাইড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেবট ফান্ডগুলিকে এই অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। যাতে তারা কর দক্ষ জিরো কুপন বন্ড জারি করে অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হতে পারেন।

সুলভে গৃহ/ ভাড়ায় গৃহ নির্মাণ

১৬৫. আমাদের সরকার, "সকলের জন্য গৃহ" আর সুলভ গৃহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিগত বাজেটে আমি সুলভে বাড়ি কেনার জন্য ঋণের ক্ষেত্রে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদে অতিরিক্ত ছাড়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি সেই ছাড়ের সীমা আরো ১ বছর অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব রাখছি। এভাবে ১.৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ছাড় সুলভে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৬৬. তাছাড়া, সুলভে গৃহ নির্মাণের চাহিদা বজায় রাখার জন্য আমি সুলভ গৃহ নির্মাণ প্রকল্পকে আরো ১ বছর অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত চালু রাখার প্রস্তাব রাখছি।

১৬৭. আমরা আশা করি যে প্রবাসী শ্রমিকদের কম ভাড়ায় বাড়ির চাহিদা মেটাতে এই প্রকল্প উৎসাহ যোগাবে। সেজন্য আমি বিজ্ঞাপিত সুলভে ভাড়ায় দেওয়া গৃহ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

আন্তর্জাতিক অর্থ সেবা কেন্দ্র (আইএফএসসি) –কে কর উৎসাহ ভাতা

১৬৮. এই বক্তৃতার ভাগ ক –তে আমি যেমন উল্লেখ করেছি, সরকার, আইএফএসসি –গুলিকে জিআইএফটি সিটিতে একটি গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল হাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ। আগে থেকে দেওয়া করের ক্ষেত্রে উৎসাহ ছাড়াও এয়ারক্রাফ্ট লিজিং কোম্পানিগুলির আয় থেকে মূলধন লাভের জন্য 'ট্যাক্স হলিডে', বিদেশি চুক্তিকারীদের দেওয়া এয়ারক্রাফ্ট লিজ রেন্টালের ক্ষেত্রেও কর ছাড়, আইএফএসসি –তে বিদেশি ফান্ড থেকে পাওয়া উৎসাহ ভাতার ক্ষেত্রে কর ছাড় এবং আইএফএসসি –তে থাকা বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ বিভাগকে কর ছাড়ের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রাখছি।

রিটার্ন আগে জমা দেওয়া

১৬৯. অধ্যক্ষ মহোদয়, কর দাতাদের কর দানকে সহজ করে তুলতে বেতনের আয়, কর পরিশোধ, টিডিএস ইত্যাদির বিবরণ রিটার্নে আগে থেকেই নথিভুক্ত থাকে। ট্যাক্স রিটার্ন ভরা আরো সহজ করার জন্যে লিস্টেড সিটিউরিটিগুলি থেকে মূলধনগত লাভ, লভ্যাংশ আয়, আর ব্যাঙ্ক, পোস্টঅফিস ইত্যাদি থেকে পাওয়া সুদের বিবরণও আগে থেকেই ভরা থাকবে।

ছোট ট্রাস্টগুলিকে কর ছাড়

১৭০. আমরা ছোট ছোট বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল পরিচালনা করে এরকম ছোট সেবামূলক ট্রাস্টগুলির করের বোঝা হ্রাসের চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত এই ধরণের যে সংস্থাগুলি বার্ষিক আয় ১

কোটির বেশি নয়, তারাই এই ছাড় পাচ্ছে। এখন আমি এর সীমাকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখছি।

শ্রমিক কল্যাণ

১৭১. আমরা দেখেছি, যে কিছু নিয়োগকর্তা প্রভিডেন্ট ফান্ড, সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ড এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ফান্ড বাবদ কর্মচারিদের কাছ থেকে টাকা কাটলেও তার ঠিক সময়ে জমা করে না। এক্ষেত্রে কর্মচারিরা তাদের আয়ের উপর সুদের ক্ষেত্রে লোকসানের সম্মুখীন হয়। আর যখন নিয়োগকর্তা পরবর্তীকালে আর্থিকরূপে অক্ষম হয়ে যায়, সেখানে নিয়োগকর্তার অংশ জমা না দেওয়ার ফলে কর্মচারিদের স্থায়ী লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়।

১৭২. কর্মচারিদের অংশদান সময়ে জমা করা সুনিশ্চিত করতে আমি আবার বলছি, নিয়োগকর্তা দ্বারা কর্মচারিদের অংশ দেরিতে জমা করলে নিয়োগকর্তাদের কোনো রকম ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।

স্টার্ট-আপগুলিকে উৎসাহ দান

১৭৩. দেশে স্টার্ট-আপগুলিকে উৎসাহ দানের জন্য আমি স্টার্ট-আপগুলিকে 'ট্যাক্স হলিডে' আবেদন করার যোগ্যতা আরেক বছর বাড়িয়ে ২০২২ এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত করার প্রস্তাব রেখেছি। তা ছাড়া স্টার্টআপগুলিতে অর্থের জোগানকে উৎসাহ দিতে আমি স্টার্ট-আপে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধন লাভে ছাড়কে আরো ১ বছর অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখছি।

অপ্রত্যক্ষ কর প্রস্তাব

জিএসটি

১৭৪. অপ্রত্যক্ষ কর প্রস্তাবে আসার আগে আমি জিএসটির জন্য এই সংসদকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জিএসটি এখন ৪ বছর পুরোনো। ইতিমধ্যেই আমরা একে আরো সরল করার জন্যে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি। এর মধ্যে কিছু পদক্ষেপ হল :

i. এসএমএস –এর মাধ্যমে নিল রিটার্ন জমা দেওয়া।

ii. অল্প কর দাতাদের জন্যে কোয়ার্টারলি রিটার্ন এবং মান্থলি পেমেন্টের ব্যবস্থা।

iii. ইলেক্ট্রনিক্স ইনভয়েস সিস্টেম।

iv. ভেলিডেটেড ইনপুট ট্যাক্স স্টেটমেন্ট।

v. প্রিফিল্ড এডিটেবল জিএসটি রিটার্ন এবং

vi. ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রিটার্ন ভরার সুবিধা।

জিএসটিএন ব্যবস্থার ক্ষমতাও বাড়ানো হয়েছে। আমরা বিশেষ অভিযান চালিয়ে জালিয়াত এবং জালি বিল প্রস্তুতকারীদের চিহ্নিত করার জন্য ডিপ-অ্যানালিটিক্স এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তাকেও ব্যবহার করেছি।

১৭৫. পরিণাম গত কয়েক মাসের রেকর্ড কর সংগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

১৭৬. জিএসটি কাউন্সিল, অনেক পরিশ্রম করে জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করেছে। এই কাউন্সিলের অধ্যক্ষরূপে আমি সভাকে আশ্বস্ত করতে চাই, যে আমরা জিএসটি –কে আরো সুচারু করে তুলতে এবং ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাকচারের মতো প্রসঙ্গতি দূর করতে সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থা করবো।

সীমা শুল্ককে যুক্তি সংগত করা

১৭৭. আমাদের সীমা শুল্ক নীতির দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত। প্রথমটি দেশজ পণ্য উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান এবং দ্বিতীয়, ভারতকে আন্তর্জাতিক মূল্য শৃঙ্খলায় সামিল করা এবং অধিক রপ্তানিতে সাহায্য করা। এখন কাঁচামালকে সুলভ করতে এবং মূল্য সংযোজিত পণ্যের রপ্তানিকে সহজ করে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১৭৮. এই লক্ষ্যে গত বছর আমরা ৮০টি পুরোনো ছাড়কে বাতিল করে সীমা শুল্ককাঠামোকে সম্পূর্ণ রূপে যাচাই করার কাজ শুরু করেছি। আমি সে সব ব্যক্তিদের ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা এই পর্যালোচনায় পরামর্শ দানের জন্য ক্রাউড সোর্সিং কলগুলি জবাব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে দিয়েছেন। আমি এখন এবছর ৪০০রও বেশি পুরোনো ছাড়ের সমীক্ষা করার প্রস্তাব রাখছি। আমরা একে ব্যপকভাবে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবো। আর ২০২১এ পয়লা অক্টোবর থেকে আমরা বিকৃতিমুক্ত সংশোধিত সীমা শুল্ক কাঠামো প্রতিস্থাপিত করবো। আমি এই প্রস্তাবও রাখছি, যে এখন থেকে সীমা শুল্ক সংক্রান্ত নতুন ছাড় ঘোষণা করার দিন থেকে ২ বছর পরে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

বৈদ্যুতিন ও মোবাইল ফোন শিল্প

১৭৯. দেশি বৈদ্যুতিন পণ্য উৎপাদন শিল্প দ্রুত গতিতে বিকশিত হয়েছে। এখন আমরা মোবাইল ফোন এবং চার্জারের মতো পণ্যগুলি রপ্তানি করছি। বৃহত্তর দেশিয় মূল্য বৃদ্ধির জন্যে আমরা চার্জারগুলির সরঞ্জাম এবং মোবাইলের সরঞ্জাম থেকে কিছু ছাড় তুলে নিচ্ছি। তাছাড়া, মোবাইল ফোনের কিছু সরঞ্জাম শূন্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ ২.৫ শতাংশে চলে যাবে।

লোহা এবং ইস্পাত

১৮০. লোহা এবং ইস্পাতের দামে সম্প্রতি প্রভূত বৃদ্ধির কারণে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য শিল্পগুলি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সেজন্য আমরা অমিশ্র ধাতু, মিশ্র ধাতু এবং স্টেনলেস স্টিলের অর্ধ গোলাকার, এক সমান, এবং দীর্ঘাকৃতি পণ্যের উপর সীমা শুল্ক এক সমানভাবে ৭.৫ করে দিয়ে অনেক সীমা শুল্ক কম করার প্রস্তাব রেখেছি। ধাতুকে পুনর্ব্যবহার যোগ্য করে গড়ে তোলা অধিকাংশ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিকে সাশ্রয় দানের জন্য আমি স্টীল স্ক্র্যাপের

শুল্ক ২০২২ এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত শুল্ক ছাড়ের প্রস্তাব রাখছি। তাছাড়া আমি কিছু ইস্পাতজাত পণ্যের উপর এডিডি আর সিভিডি –র পুনঃরদ করছি। তাছাড়া, তামা পুনর্ব্যবহারকারীদের সাশ্রয় প্রদানের জন্য আমি তামার স্ক্র্যাপের উপর শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করছি।

বস্ত্র

১৮১. বস্ত্র ক্ষেত্র অনেক কর্মসংস্থান করে এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। হাতে তৈরি বস্ত্রের ক্ষেত্রে কাঁচামালের যোগানদারদের ওপর শুল্ককে যুক্তি সংগত করার প্রয়োজন রয়েছে। এখন আমরা নাইলন শৃঙ্খলকে পলিস্টার আর মানুষের তৈরি অন্যান্য বস্ত্রের সমকক্ষ করে তুলছি। আমরা ক্যাপ্রোল্যাকটাম, নাইলন চিপস এবং নাইলন ফাইবার ও সুতোর উপর বিসিডি হারকে এক সমান রূপ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করছি। এর মাধ্যমে বস্ত্র শিল্প, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

রাসায়নিক

১৮২. আমরা দেশিয় মূল্য সংযোজনকে উৎসাহ যোগাতে এবং "ইনভার্সান" হঠাতে সীমা শুল্ক দরকে অসংশোধিত রেখেছি। অন্যান্য কিছু পণ্য ছাড়াও আমরা নাপ্থটার উপর সীমা শুল্ক কমিয়ে ২.৫ শতাংশ করছি।

সোনা এবং রূপো

১৮৩. বর্তমানে সোনা এবং রূপোর ওপর ১২.৫ শতাংশ সীমা শুল্ক লাগে। যেহেতু ২০২১৯-এর জুলাই মাসে ১০ শতাংশ শুল্ক বাড়ানো হয়েছে সেজন্য মূল্যবান ধাতুগুলোর তীব্র মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানের কাছাকাছি আনতে আমরা সোনা ও রূপোর ওপর প্রযুক্ত সীমাশুল্ক যুক্তিসংগত করার প্রস্তাব রেখেছি।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি

১৮৪. ভাগ ক-তে আমরা আগেই স্বীকার করেছি, যে ভারতে সৌরশক্তির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশজ ক্ষমতা তৈরি করার জন্য আমরা সোলার সেল এবং সোলার প্যানেলগুলির জন্য পর্যায়ক্রমিক

উৎপাদন প্রকল্প বিজ্ঞাপিত করবো। বর্তমানে দেশজ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা সোলার ইনভার্টারের ওপর শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ এবং সৌর লণ্ঠনের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করছি।

ক্যাপিটেল ইক্যুপমেন্ট এবং অটো পার্টস

১৮৫. দেশে ভারী ক্যাপিটেল ইক্যুইপমেন্টের দেশিয় রূপে উৎপাদনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা মূল্য কাঠামোকে যথা সময়ে বিস্তারিত সমীক্ষা করবো। অবশ্য আমরা কিছু জিনিসের ওপর শুল্কের হার এখনই সংশোধন করছি। আমলা ট্যানেল বোরিং মেশিনের ওপর আবার ছাড়ের প্রস্তাব রাখছি। এতে ৭.৫ শতাংশ সীমা শুল্ক লাগবে আর এর যন্ত্রাংশের ওপর ২.৫ শতাংশ সীমা শুল্ক লাগবে। আমরা কিছু অটো পার্টসের সীমা শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করছি যাতে সেগুলিকে অটো পার্টসের সামান্য মূল্যের সমতুল করা যায়।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ উৎপাদিত পণ্য

১৮৬. আমরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রেখেছি। আমরা ইস্পাতের স্ক্রু এবং প্লাস্টিকের বিন্ডার বেয়ারের ওপর শুল্ককে ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করছি। আমরা চিংড়ির খাদ্যের ওপর শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করছি। আমরা পরিধান, চর্ম এবং হস্ত শিল্প রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য শুল্ক মুক্ত পণ্য সমুহের রপ্তানি ক্ষেত্রে ছাড়কে যুক্তি সংগত করে তুলছি। এর মধ্যে প্রায় সমস্ত পণ্য আমাদের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি দেশজভাবে উৎপাদন করে। আমরা কিছু বিশেষ প্রকারের চামড়ার আমদানি ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনছি, কারণ সেগুলি অধিকাংশই অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলিতে বহুল ব্যবহৃত হওয়ায় এবং সেগুলির সাহায্যে উৎকৃষ্ট দেশজরূপে উৎপাদন করা হয়। সেজন্য দেশজ সংস্করণকে উৎসাহিত করার জন্য এই ছাড় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আমরা 'ফিনিস্ট সিনথেটিক জেমস্টোন'-এর ক্ষেত্রে সীমা শুল্ক বৃদ্ধি করে দেশজ প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহিত করছি।

কৃষি পণ্য

১৮৭. কৃষকদের লাভের জন্য আমরা কার্পাসে সীমা শুল্ক শূন্য থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ আর কাচা রেশম এবং রেশমি সুতোয় সীমা শিল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করছি। আমরা ডিনেচার্ড ইথাইল অ্যালকোহলের ওপর উদ্দিষ্ট ব্যবহার ভিত্তিক ছাড়া তুলে নিচ্ছি। বর্তমানে মকাই চোকর, রাইজ

ব্রান অয়েল কেক এবং অ্যানিমিল ফিড এডিটিবস-এর মতো পণ্যের ওপর শুল্কের হার একসমান রুপে ১৫ শতাংশ রয়েছে।

১৮৮. কৃষিগত পরিকাঠামোয় সংশোধনের তৎকাল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে কৃ ষিগত উৎপাদনকে দক্ষতার সঙ্গে সংরক্ষিত এবং প্রক্রিয়াকৃত করে আমরা অধিক উৎপাদন করতে পারি। এর ফলে আমাদের কৃষকদের পারিশ্রমিকে বৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। এই উদ্দেশ্যে সম্পদ নির্ধারণ করতে আমি অল্প সংখ্যক পণ্যের ওপর কৃষিগত পরিকাঠামো এবং উন্নয়ন (সেস) বা এআইডিসি -র প্রস্তাব রাখছি। অবশ্য এই সেস প্রয়োগের সময় আমরা লক্ষ্য রেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপভোক্তাদের যেন অতিরিক্ত করের বোঝা না বইতে হয়।

প্রক্রিয়াগুলিকে যুক্তি সংগত করে তোলা এবং বাস্তবায়নকে সহজ করা

১৮৯. ন্যায় সঙ্গত বাস্তবায়নের জন্য আমরা এডিডি এবং সিভিডি লেভি সম্পর্কিত ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনার প্রস্তাব রেখেছি। সীমা শিল্প তদন্ত শেষ করার জন্য আমরা নিশ্চিত সময়সীমা নির্ধারিত করছি। ২০২০-তে আমরা দ্রুত সীমা শুল্ক উদ্যোগ চালু করেছিলাম যার মাধ্যমে ফেসলেস, কাগজের ব্যবহার ছাড়া সীমা শুল্ক আদায়ের নানা উপায় আনা হয়েছে। ২০২০-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা 'রুলস অফ অরিজিন' প্রশাসনের জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এর মাধ্যমে এফটিএ-র অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়েছে।

১৯০. প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ করগুলিকে আমি প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কিত বিশিষ্ট বিবরণ আমার ভাষণের পরিশিষ্টের তালিকাভুক্ত রয়েছে।

১৯১. অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শব্দগুলির সঙ্গে আমি এই প্রতিষ্ঠিত সভাকক্ষকে প্রস্তাবিত বাজেট সমর্পণ করছি।

ভাগ ক বাজেট ভাষণের পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা - ব্যয়

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রক/বিভাগ	বাস্তবে ২০১৯-২০	বিই ২০২০-২১	বিই ২০২১-২২
স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৬২,৩৯৭	৬৫,০১২	৭১,২৬৯
স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ	১,৯৩৪	২,১০০	২,৬৬৩
আয়ুষ মন্ত্রক	১,৭৮৪	২,১২২	২,৯৭০
কোভিড সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা			
টিকাকরণ			৩৫,০০০
পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্নতা বিভাগ	১৮.২৬৪	২১,৫১৮	৬০,০৩০
পুষ্টি	১,৮৮০	৩,৭০০	২,৭০০
জল এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য এফসি অনুদান			৩৬,০২২
স্বাস্থ্যের জন্য এফসি অনুদান			১৩,১৯২
মোট	৮৬,২৫৯	৯৪,৪৫২	২,২৩,৮৪৬

পরিশিষ্ট-II

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প : রাস্তা ও মহাসড়ক

প্রধান এক্সপ্রেসওয়ে/করিডোর

- দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে : অবশিষ্ট ২৬০ কিলোমিটার ৩১.৩.২০২১ এর মধ্যে উদ্বোধন করা হবে।

- ব্যাঙ্গালুরু-চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে : ২৭৮ কিলোমিটারের কাজ বর্তমান অর্থ বর্ষে শুরু হবে। নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

- দিল্লি-দেরাদুন ইকনমিক করিডোর : ২১০ কিলোমিটার করিডোরের কাজ বর্তমান অর্থ বর্ষে উদ্বোধন হবে। নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

- কানপুর-লক্ষ্মৌ এক্সপ্রেসওয়ে : জাতীয় মহাসড়ক ২৭-এর বিকল্প পথ হিসেবে ৬৩ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

- চেন্নাই-সালেম করিডোর : ২৭৭ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণের কাজ ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে শুরু হবে।

- রায়পুর-বিশাখাপত্তনম : ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী ৪৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের কাজ বর্তমান অর্থ বরেই শুরু হবে। নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

- অমৃতসর-জামনগর : নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

- দিল্লি-কাটরা : নির্মাণের কাজ শুরু হবে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে।

চারলেন এবং ছয়লেন বিশিষ্ট সমস্ত মহাসড়কে স্পিড রেডার, পরিবর্তনশীল বার্তা সাইনবোর্ড, জিপিএস যুক্ত রিকভারি বাহনের পাশাপাশি উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া চালু করা হবে।

পরিশিষ্ট-III

বিলগ্নীকরণের মুখ্য আকর্ষণ / কৌশলগত বিলগ্নীকরণ নীতি

উদ্দেশ্য

ক) অর্থ সংস্থাগুলি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক সার্ভিস এন্টারপ্রাইজগুলির উপস্থিতিকে ন্যূনতম করা আর অসরকারি ক্ষেত্রের জন্য বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা।

খ) বিলগ্নিকরণের পর সিপিএসই/আর্থিক অর্থ সংস্থানগুলির আর্থিক বিকাশে বেসরকারি পুঁজির ব্যবস্থা করে প্রযুক্তিগত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হবে। এই প্রক্রিয়া আর্থিক বিকাশ এবং নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

গ) বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে পাওয়া অর্থ সামাজিক ক্ষেত্র এবং উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্থের জোগান দেবে।

নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি

ক) এই নীতি বর্তমান সিপিএসই-গুলি, সরকারি ব্যাঙ্ক এবং সরকারি বিমা কোম্পানিগুলিকে কাভার করে।

খ) বিভিন্ন ক্ষেত্রকে স্ট্র্যাটেজিক এবং নন স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্র রূপে বিন্যস্ত করা হবে।

গ) বিন্যস্ত করা স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেত্রগুলি নিম্নরূপ :

i) পরমাণু শক্তি, মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা

ii) পরিবহণ এবং দূরসঞ্চার

iii) বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম, কয়লা এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ

iv) ব্যাঙ্কিং বিমা এবং অর্থ পরিষেবা

ঘ) কৌশলগত ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগগুলি যথাসম্ভব ন্যূনতম উপস্থিতি থাকবে। কৌশলগত ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সিপিএসই-গুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হবে কিংবা বন্ধ করে দেওয়া হবে কিংবা অন্য সিপিএসই-র সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে।

ঙ) অ-কৌশলগত ক্ষেত্রে সিপিএসই-গুলির বেসরকারিকরণ করা হবে অথবা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

পরিশিষ্ট-IV

কৃষি পণ্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়										
বছর	গম		ধান		তুলো		পাট		ডাল	তির বীজ এবং কোপরা
	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকা)	উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা (লক্ষে)	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকা)	উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা (লক্ষে)	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকা)	উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা (লক্ষে)	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকা)	উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা (লক্ষে)	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকায়)	এমএসপি মূল্য (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	২৪৭৬৪.৩	এনএ	৫২৫৭৩.০৪	এনএ	-	-	-	-	১.৭৫	১৪৯.০৩
২০১১-১২	৩৩১৫২	এনএ	৫৮০৮৪.৪৮	এনএ	১৪	০.০২	৪৭.৭	০.৪৬	০.০০৫	১.৫২
২০১২-১৩	৪৯০২০.১৮	এনএ	৬৫০৩৯.২৮	এনএ	৪৭৯৭	৭.৩	১৪০.১৯	১.১৫	৪০৭.২২	৩৯৪.০৫
২০১৩-১৪	৩৩৮৭৪.২০	এনএ	৬৩৯২৭.৬৫	এনএ	৯০	০.১৪	৫৩.৯৮	০.৫	২৩৫.৮৬	১৬৩৬.৩৯
২০১৪-১৫	৩৯২৩২.২০	এনএ	৬৬৯৪৮.০০	এনএ	১৮৫০৬	২৯.৫	৬.৫৬	০.০৬	১১২৮.৯৩	৪৫.৫২
২০১৫-১৬	৪০৭২৭.৬০	এনএ	৭৩৯৮১.০০	৭৩.০৮	১৮২৫	১.৯১	-	-	-	১৫.৯০
২০১৬-১৭	৩৫০১৫.৫৩	২০.৪৭	৮৫৮০২.৭৩	৭৬.৮৫	-	-	২৮.৭৯	০.১৭	১০৩৯.৩৯	৯৪৬.৭১

২০১৭-১৮	৫০০৮৯.০০	৩১.৮৭	৯০৩৯৭.৮৬	৭২.৩১	৮৯৮	০.৮৮	১৭২.১৬	১.২২	৮৫৬৬.১৩	৫০৭১.৭৩
২০১৮-১৯	৬২০৪.৩৩	৩৮.৭৭	১১৬৮৩৯.৪৭	৯৬.৯৪	২৯৭৬	২.৩৮	৬৬.৭৯	০.২৬	২০১৪৫.৬০	৭০৯১.১১
২০১৯-২০	৬২৮০২.৮৮	৩৫.৫৭	১৪১৯২৮.০৮	১২৪.৫৯	২৮৫০০	২১.৫	৫৬.২৪	০.৫৫	৮২৮৪.৪৫	৮৩০৫.০৬
২০২০-২১	৭৫০৫৯.৬০	৫৩.৩৬	১৭২৭৫২**	১৫৪**	২৫৯৭৪*	১৮.২৬*	২.৯৯	০.০১	১০৫৩০.২০	৩৬৪৭.১১

* ২৭.০১.২০২১ পর্যন্ত

**আনুমানিক মূল্য

এনএ = তথ্য নেই

পরিশিষ্ট-v

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ রূপে উদ্যোগ

- সমস্ত বিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য ন্যাশনাল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ফর টিচার্স – এনপিএসটি-র মাধ্যমে মান নির্ধারণ করা হবে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে আর দেশে সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থার কর্মরত সমস্ত ৯৯ লক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা পালন করা হবে।

- খেলনা মনোরঞ্জন এবং শিক্ষা উভয়েরই অভিব্যক্তি। বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত স্তরের জন্য একটি অভিনব দেশীয় খেলনা ভিত্তিক শিক্ষা প্রক্রিয়া তৈরি করা হবে। এই প্রক্রিয়া শ্রেণীকক্ষের নিরস পড়াশুনা এবং মুখস্তবিদ্যা অনুসরণের পরিবর্তে মজাদার এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে দেবে।

- ডিজিটাল ফার্স্ট মনোভাবকে যেখানে ডিজিটাল আর্কিটেকচার শুধুই শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণকে সুবিধাজনক করে তুলবে না, কেন্দ্র, রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রশাসন এবং প্রশাসনিক গতিবিধি সূচারুরূপে সম্পন্ন করতে একটি ন্যাশনাল ডিজিটাল এডুকেশনাল আর্কিটেকচার (এনডিআএআর) স্থাপন করা হবে। এটি ডিজিটাল পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিবিধ শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যুক্ত কিন্তু 'ইন্টার অপারেবল সিস্টেম' যুক্ত ব্যবস্থা হয়ে উঠবে যা সমস্ত সুবিধাভোগীদের বিশেষ করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির স্বায়ত্বশাসন সুনিশ্চিত করবে। যে সমস্ত শিশুদের শ্রবণ সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য সরকার সারা দেশে ভারতীয় সঙ্কেত ভাষার স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন নিয়ে কাজ করবে আর তাদের শিক্ষার উপযুক্ত করার জন্য জাতীয় এবং রাজ্যের পাঠক্রম সামগ্রী তৈরি করবে।

- দেশে বৃহৎ সংখ্যক বরিষ্ঠ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে মূল ভাবনা এবং অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নিরন্তর অনলাইন/অফলাইন সহযোগীতা নিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করা হবে।

- এখন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি একমাত্রিক প্যারামিটার নির্ভর মূল্যাঙ্কন করা হয়। এখন এই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে যে মূল্যায়ণ হবে তা শুধু ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞানের মাত্রা পরিমাপ করবে না, তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করা হবে। সেজন্য একটি 'হলিস্টিক প্রগ্রেস কার্ড'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষত্ব, পছন্দের বিষয় তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করবে, আর এভাবে শ্রেষ্ঠ পেশা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করবে।

- সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সক্ষম করে তুলতে বয়স্ক শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠক্রমকে কভার করা অনলাইন মডিউলগুলি চালু করা হবে।

- কোভিড মহামারি সত্ত্বেও আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণ পাঠক্রম কভার করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ৩০ লক্ষেরও বেশি অধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষিত করেছি। এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ২০২১-২২-এ আমরা সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (নিষ্ঠা)-এর মাধ্যমে ৫৬ লক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবো।

- বিগত কয়েক বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে, তাঁদের বোর্ড পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তা এবং চাপমুক্ত রাখার জন্য তাদের সঙ্গে নিয়মিত ভাব বিনিময় করেছেন। এই লক্ষ্যে আমরা সিবিএসই বোর্ড পরীক্ষা সংস্কার পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিতে শুরু করবো। এটি ২০২২-২৩-এ কার্যকর হবে। পরীক্ষায় মুখস্ত বিদ্যার প্রভাব দূর করা হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণার সুস্পষ্টতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং বাস্তব জীবনে জ্ঞানের প্রয়োগের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা হবে।

- বিদেশি উচ্চতর শিক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদ্যায়তনিক সহযোগ বৃদ্ধির জন্য দ্বৈত সাফল্য, সংযুক্ত উপাধি এবং যুগ্ম ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য এধরণের শিক্ষা পদ্ধতিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি আদান প্রদানের ব্যবস্থা স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে।

পরিশিষ্ট VI

অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ (ইবিআর) (সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বন্ড, এনএসএসএফ ঋণ এবং অন্যান্য সম্পদ)								
								কোটি টাকায়
ভাগ ক – সরকার দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত বন্ডগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত অতিরিক্ত বাজেটীয় সম্পদ								
চাহিদা সংখ্যা	মন্ত্রক / বিভাগের নাম এবং প্রকল্পর নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২
		বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব	বিই	আরই	বিই
২৪	**উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ**							
	শিক্ষায় পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থা পুনরুত্থান করা	-	-	-	--	৩০০০.০০	-	শূন্য
৪৪	**স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক**							
	প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনা	-	-	-	-	৩০০০.০০	-	
৫৯	**আবাসন এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রক**							
	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) শহর	-	-	২০,০০০.০০	-	১০,০০০.০০	-	
৬১	**জল সম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুদ্ধার বিভাগ**							
	পোলাভরম সেচ প্রকল্প	-	-	১৪০০.০০	১৮৫০.০০	-	২২৩৪.২৯	
	প্রধানমন্ত্রী	২১৮৭.০	৩১০৫.০	৫৪৯৩.৪	১৯৬৩.	৫০০০.০	৪২২৫.	

	কৃষি সেচ প্রকল্প (দ্রুত সেচ উপকার কর্মসূচী এবং অন্যান্য প্রকল্প)	০	০	০	৩০	০	০০	
৬২	**পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ**							
	স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) জল জীবন মিশন / রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচী	- -	- -	৮৬৯৮.২০ -	৩৬০০.০০ -	- ১২০০০.০০	- -	
৭০	**নবীন এবং পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি মন্ত্রক**							
	গ্রিড ইন্টারেক্টিভ পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি, অফ গ্রিড / বিতড়িত এবং বিকেন্দ্রীকৃত পুনর্নবিকরণ যোগ্য বিদ্যুৎ	১৬৪০.০০	-	-	-	-	-	
	প্রধানমন্ত্রী কিষাণ উর্যা সংরক্ষণ এবং উত্থান মহাঅভিযান (পিএম–কুসুম)	-	-	-	-	১০০০.০০	-	
৭৭	**সমুদ্র বন্দর,**							

	জাহাজ পরিবহণ এবং জলপথ মন্ত্রক							
	ইংল্যান্ড ওয়াটারওয়েস অথোরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইডব্লুএআই) প্রকল্পগুলি	৩৪০.০০	৬৬০.০০	-	-	-	-	
৭৮	**বিদ্যুৎ মন্ত্রক**							
	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা / সৌভাগ্য	৫০০০.০০	৪০০০.০০	১৩,৮২৭.০০	৩৭৮২.০০	৫৫০০.০০	৫০০০.০০	
	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প	--		৫৫০৪.৭০	--	--	--	
৮৬	**গ্রামীণ বিকাশ বিভাগ**							
	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই) গ্রামীণ	--	৭৩৩০.০০	১০,৬৭৮.৮০	১০৮১১.০০	১০,০০০.০০	২০,০০০	
	মোট	৯১৬৩.০০	১৫,০৯৫.০০	৬৫৬০২.১০	২২০০৬.৩০	৪৯৫০০.০০	৩১৪৫৯.২০	

ভাগ–খ – এনএসএসএফ থেকে ঋণের মাধ্যমে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা

ক্র. সং	মন্ত্রক / বিভাগের নাম এবং প্রকল্পর নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২০-২১	২০২১-২২
		বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব	বাস্তব	বিই	আরই	বিই
১.	খাদ্য এবং গণবন্টন	৭০,০০০.০০	৬৫,০০০.০০	৯৭০০০.০০	১১০০০০.০০	১৩৬৬০০.০০	৮৪৬৩৬.০০	--

	বিভাগ, বারতীয় খাদ্য নিগম							
২.	আবাসন এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভবন নির্মাণ সামগ্রী এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন পরিষদ	--	৮০০০.০০	--	১৫০০০.০০	--	১০০০০.০০	
৩.	সার বিভাগ ধাতু এবং খনিজ বাণিজ্য কর্পোরেশন	--	--	--	১৩১০.০০	--	--	--
৪.	**অন্যান্য সরকারি এজেন্সিগুলিকে সহায়তা** (কিছু নির্দিষ্ট প্রকল্প / প্রকল্পের অন্তর্গত অতিরিক্ত সম্পদ, যদি কিছু থাকে, তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য							৩০০০০.০০
মোট		৭০০০০.০০	৭৩০০০.০০	৯৭০০০.০০	১২৬৩১০.০০	১৩৬৬০০.০০	৯৪৬৩৬.০০	৩০০০০.০০

মোট (ক + খ)	৭৯১৬৭.০০	৮৮০৯৫.০০	১৬২৬০২.১০	১৪৮৩১৬.১৩	১৮৬১০০.০০	১২৬০৯৫.২৯	৩০০০০.০০

ভারতীয় খাদ্য নিগমের কাছে ৩১.০৩.২০২০ পর্যন্ত বকেয়া এনএসএসএফ ঋণ ছিল ২,৫৪,৬০০ কোটি টাকা।

টিকা:

i) সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধীন এয়ার ইন্ডিয়া অ্যাসেট হোল্ডিং লিমিটেড (এআইএএইচএল) –কে ২০১৯ – ২০ অর্থ বর্ষে সরকার দ্বারা ৭০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত পূর্ব নিয়ন্ত্রিত বন্ড জারি করে ইবিআর সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যাতে এয়ার ইন্ডিয়ার ঋণকে আবার অর্থের জোগান দিয়ে এআইএএইচএল –কে হস্তান্তরিত করা যায়।

ii) রেল মন্ত্রককে নিজস্ব জাতীয় প্রকল্পগুলির জন্য অর্থ জোগাতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ১০,২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত (২০১৮ – ১৯ অর্থ বর্ষে ৫,২০০ কোটি টাকা, আর ২০১৯ – ২০ অর্থ বর্ষে ৫০০০ কোটি টাকা) –এর তহবিলগত প্রয়োজন মেটাতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সরকারের সামান্য রাজস্ব থেকে রি-পেমেন্ট লায়াবিলিটি পূরণ করা হচ্ছে।

iii) সরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিতে মূলধন জোগান : ২০১৭ – ১৮ –তে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলিকে মূলধনের জোগান দিতে ৮০,০০০ কোটি টাকা ২০১৮ – ১৯ এ ১,০৬,০০০ কোটি টাকা, আর ২০১৯ – ২০ তে ৬৫,৪৪৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রয়োজন মেটাতে ২০২০ – ২১ এ ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০২০ – ২১ অর্থ বর্ষে সরকার এখন পর্যন্ত সুদ ছাড়া বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ৫৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ভারত সরকার ও অন্য ৩টি ব্যাঙ্কে বন্ড বাবদ মূলধন বিনিয়োগ করেছে। এগুলি হল - আইডিবিআই (৪,৫৫৭ কোটি টাকা), একজিম ব্যাঙ্ক (৫০৫০ কোটি টাকা) এবং আইআইএফসিএল (৫,২৯৭.৬০ কোটি টাকা)।

iv) বার্ষিক প্রকল্পগুলির জন্য দেয় অর্থের বিবরণ ২০২১ – ২২ বাজেটের ভাগ খ –তে বর্ণিত হয়েছে। ২০১৯ – ২০ অর্থ বর্ষের শেষে বকেয়া বার্ষিক দেয় অর্থের পরিমাণ ছিল ৪১,৮২২.০৪ কোটি টাকা।

প্রত্যক্ষ কর প্রস্তাব

ক্র. সং.	সংক্ষেপে প্রস্তাবিত সংশোধন	প্রস্তাব
১.	**বয়স্ক নাগরিকদের কর ছাড়**	৭৫ বছর কিংবা তার বেশি বয়সী বরিষ্ঠ নাগরিক পেনশনভোগীদের বোঝা কমাতে তাদেরকে আয়কর রিটার্ন থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাদের দেয় কর যে ব্যাঙ্ক থেকে পেমেন্ট হয়, সেই ব্যাঙ্কই কেটে নেবে। এই ছাড় সেই বরিষ্ঠ নাগরিকদের জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যাদের পেনশন ছাড়াও জমা টাকার সুদ কর যোগ্য।
২.	**সময়সীমা হ্রাস**	কার্যকরি বোঝা কমানোর জন্য অ্যাসেসমেন্ট রি-ওপেন করার সময়সীমা ৬ বছর থেকে কমিয়ে ৩ বছর করা হয়েছে। শুধু ১ বছরে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি আয় লুকানোর ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত রি-ওপেন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ডেটা অ্যানালাইটিক্স, সি অ্যান্ড এজি-র আপত্তি না থাকলে সমস্ত সার্চ / সার্ভে মামলাগুলির রি-ওপেন করার ব্যবস্থা বাতিল করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাছাড়া আয়কর প্রক্রিয়াকে দ্রুততম করতে আয়কর বিবরণে প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা এবং রিটার্ন জমার সময়সীমাও ৩ মাস কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
৩.	**লভ্যাংশে ছাড়**	কর দাতাদের ছাড় দেওয়ার জন্যে লভ্যাংশ আয়ে ওপর অগ্রিম লভ্যাংশ ঘোষণা পেমেন্টের পরই সৃষ্টি হয়। স্থাবর সম্পদ পরিকাঠামো ট্রাস্টগুলি কিংবা পরিকাঠামো বিনিয়োগ ট্রাস্টগুলি (আরইআইটি / আইএনভিআইটি) –কে প্রদত্ত লভ্যাংশ টিডিএস মুক্ত হবে। বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ আয় সহ চুক্তিদর উল্লেখ করে কর ছাড়ের কারণ স্পষ্ট করতে হবে। বিদেশি কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিকল্প কর (এমএটি) –এর উপর লেভি সেই পরিস্থিতিতে লভ্যাংশ পেমেন্ট থেকে মুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যখন প্রযোজ্য করের হার ন্যূনতম বিকল্প করের হার থেকে কম হবে।
৪.	**বিবাদ সমাধান সমিতি (ডিআরসি) গঠন করা**	মামলা কম করার জন্য এবং ক্ষুদ্র কর দাতাদের বিবাদ সমাধানে দ্রুততা আনতে একটি বিবাদ সমাধান সমিতি

		গঠন করার প্রস্তাব রয়েছে। ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় এবং ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিবাদিত আয় সম্পন্ন কর দাতারা এই সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য বলে বিবেচিত হবেন। দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করতে এই সমিতি ফেসলেস পদ্ধতিতে সঞ্চালনা করা হবে। পরিণাম স্বরূপ ০১.০২.২০২১ থেকে সেটেলমেন্ট কমিশন বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও বিলম্বিত মামলাগুলির ক্ষেত্রে একটি অন্তবর্তীকালীন বোর্ডসিদ্ধান্ত নেবে। যদি আবেদনকারী এই প্রক্রিয়াকে বেছে নেয়।
৫.	**ফেসলেস ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল (আইটিএটি)**	স্বচ্ছ ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের স্বার্থে ফেসলেস এবং অধিকার ক্ষেত্র বিহীন করার প্রস্তাব রয়েছে। একটি ন্যাশনাল ফেসলেস ইনকাম ট্যাক্স অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল সেন্ট্রার স্থাপন করা হবে। আর ট্রাইবুনাল এবং অ্যাপিলেটের মধ্যে সমস্ত চিঠিপত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে করা যাবে। যেখানে ব্যক্তিগত শুনানির প্রয়োজন হবে, সেখানে ভিডিও কনফারেন্সিংএর মাধ্যমে শুনানি সম্পন্ন হবে।
৬.	**আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক (উইসিবি) -গুলিকে স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কে রূপান্তরের ক্ষেত্রে কর নিউট্রিলিটি বজায় রাখা**	আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কে রূপান্তরণকে সহজ করতে করের ক্ষেত্রে নিউট্রিলিটি বজায় রাখার প্রস্তাব রয়েছে। সেজন্যে আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির কাছে স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্কে রূপান্তরণে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে পুঁজিগত লাভ প্রদানের প্রয়োজন হবে না।
৭.	**সুলভ গৃহ নির্মাণ এবং সুলভভাড়া গৃহ প্রকল্পে ট্যাক্স ইনসেন্টিভ**	সুলভে বাড়ি কেনাকে উৎসাহজোগানোর জন্য এজন্যে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ১.৫ লক্ষ টাকা সুদে অতিরিক্ত ছাড়ের জন্য আবেদন করার অবধি ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সুলভ গৃহ নির্মাণ বৃদ্ধির জন্য "ট্যাক্স হলিডে" ক্লেমের অবধিও আরেক বছর বাড়িয়ে ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য সুলভ ভাড়ায় বাড়ি প্রকল্পকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক্ষেত্রে নতুন কর ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হোক
৮.	**স্টার্ট-আপের জন্য কর লাভ**	দেশে বেশি সংখ্যক স্টার্টআপ খোলাকে উৎসাহদিতে

		সেগুলির জন্য 'ট্যাক্স হলিডে ক্লেম' করার অবধি আরো ১ বছর বাড়িয়ে ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত করা হোক। স্টার্টআপে বিনিয়োগ উৎসাহ দিতে এক্ষেত্রে বিনিয়োগে জন্য মূলধনগত লাভে ছাড় ক্লেম করা অবধি ১ বছর বাড়িয়ে ৩১শে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত করা হোক।
৯.	**প্রবাসী ভারতীয়দের অবসর ভাতার উপর কর ছাড়**	প্রবাসী ভারতীয়রা যখন অবসর নিয়ে ভারতে আসেন, তখন তারা যে দেশ থেকে এসেছে, সেদেশের করের নিয়মগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য থাকার ফলে কর দানের ক্ষেত্রে তারা যে সব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলি দূর করতে তাদের পেনশন অ্যাকাউন্টে আয়ের নিয়মগুলি বিজ্ঞাপিত করার নিয়ম চালু করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
১০.	**অডিটে ছাড়**	ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহিত করতে আর লেনদেনকারীর বাস্তবায়নের বোঝা হ্রাস করতে যারা ৯৫ শতাংশ লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে করেন, তাদের অডিটের সীমা ৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০ কোটি করে দেবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
১১.	**লোকসানের বিলগ্নিকরণের জন্য শর্ত শিথিল করা**	পিএসইউ গুলির কৌশলগত বিলগ্নিকরণকে উৎসাহ প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আর সংযুক্তিকরণের ফলে যে লোকসান হয়েছে তার বিলগ্নিকরণ সম্পর্কিত শর্তাবলীও শিথিল করার প্রস্তাব রয়েছে।
১২.	**বিলগ্নিকরণের জন্য কর নিরপেক্ষ ডিমার্জারের শর্ত শিথিল করা**	কৌশলগত বিলগ্নিকরণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পিএসইউ -গুলির মূলধন হস্তান্তর সম্পর্কিত শর্ত শিথিল করা হোক।
১৩.	**পরিকাঠামোগত ঋণ তহবিল (আইডিএফ) দ্বারা জিরো কুপন বন্ড**	পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুমতি দিতে বিজ্ঞাপিত আইডিএফগুলির কর লাভের জন্য জিরো কুপন বন্ড জারি করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
১৪.	**ইউনিট লিঙ্কড বিমা পরিকল্পনা (ইউলিপ) –এর কর নীতি যুক্তি সংগত করা**	ইউনিট লিঙ্কড বিমা পরিকল্পনা (ইউলিপ) –এর কর নীতি যুক্তি সংগত করার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক কিস্তি প্রদানকারী ইউলিপের ম্যাচুরিটি ভ্যালু প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ছাড়ের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর ক্ষেত্রে পাওয়া অর্থ বার্ষিক কিস্তির কোনো রকম সীমা থেকে মুক্ত থাকবে। ইউলিপের বার্ষিক কিস্তির ২.৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধসীমা ০১.০২.২০২১ কিংবা তার পরেও গ্রহণ করা পলিসিগুলির ক্ষেত্রেও জারি থাকবে। তাছাড়া সমতা আনার জন্য ছাড় বিহীন

		ইউলিপগুলি যেগুলি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে ছাড় যুক্ত মূলধন লাভের জন্য কর নীতিতে ব্যবস্থা করা হবে।
১৫.	**প্রভিডেন্ট ফান্ডে করমুক্ত আয়কে যুক্তি সংগত করা**	উচ্চ আয় সম্পন্ন কর্মচারিদের অর্জিত আয়ে প্রদত্ত ছাড়কে যুক্তিসংগত করার জন্য বিভিন্ন প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্মচারিদের প্রদত্ত অর্জিত সুদের আয়ের ওপর কর ছাড়ের সীমাকে ২.৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক প্রদত্ত অংশদান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই রেস্ট্রিকশন ০১.০৪.২০২১ তারিখে এবং তার পর প্রদত্ত অংশদানের ওপর ধার্য হবে।
১৬.	**অংশীদারদের দ্বারা প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থের ওপর করযোগ্যতা**	সুনিশ্চয়তা নির্ধারিত করার জন্য এই প্রস্তাব রাখা হচ্ছে যাতে কোনো অংশীদারিত্ব সম্পন্ন ফার্মে অংশীদারদের দ্বারা নিজেদের মূলধনগত অংশ প্রদান থেকে অধিক পাওয়া সম্পত্তি কিংবা অর্থের কর যোগ্যতা সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি যুক্তি সংগত করা হয়।
১৭.	**গুড-উইল ভিত্তিক মূল্য হ্রাস সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ**	সুনিশ্চয়তা নির্ধারিত করার জন্য গুভকামনা ভিত্তিক মূল্য হ্রাসের কোনো অনুমতি না দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যদিও গুডউইল অর্জনে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে প্রদানকারীর কাছ থেকে কর আদায়ের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
১৮.	**বিক্রিতে মন্দা সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ**	সুনিশ্চয়তা নির্ধারণ করার জন্য বিক্রিতে মন্দা সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের কভেড স্পষ্ট করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
১৯.	**জাল ইনভয়েজ/নকল লেনদেন**	রাজস্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে জাল ইনভয়েজ/নকল লেনদেন ২ কোটি টাকার বেশি হলে মামলায় দোষীসাব্যস্ত হলে শাস্তি হিসেবে সম্পত্তির প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্টের অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হলো।
২০.	**ছোট ট্রাস্টগুলিকে কর ছাড়**	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল পরিচালনাকারী ছোট চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলির বাস্তবায়নের বোঝা কম করার জন্য তাদের বার্ষিক প্রাপ্তির সীমা ১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ কোটি টাকা করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
২১.	**চ্যারিটেবল সংগঠনগুলির লোকশানকে ক্যারি ফরোয়ার্ড করা**	সুনিশ্চয়তা নির্ধারণ করার জন্য চ্যারিটেবল ট্রাস্টগুলিকে তাদের লোকসানকে ক্যারি ফরোয়ার্ড করার অনুমতি না দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যদিও ঋণ ফেরত এবং তহবিলের ঘাটতি পুরণের অনুমতি থাকবে।
২২.	**ইক্যুয়েলাইজেশন লেভি সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ**	সুনিশ্চয়তা নির্ধারণ করার জন্য আয় করের অন্তর্গত কর যোগ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে ইক্যুয়েলাইজেশন লেভি প্রয়োগ করার যাবে না, তা ছাড়া এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে

		ইক্যুয়েলাইজেশন লেভি আর পরিষেবাকে ভৌতিক/অফলাইনে প্রযোজ্য হবে।
২৩.	**শ্রমিক কল্যাণত হবিলে নির্ধারিত তারিক পর্যন্ত কর্মচারিদের যথাসময়ে নিজেদের প্রদত্ত অংশ জমা দিতে হবে**	বিভিন্ন কল্যাণ তহবিলে কর্মচারিদের প্রদত্ত অংশ জমা করতে বিলম্ব হলে এধরণের কর্মচারিদের সুদ/আয়ে স্থায়ীভাবে লোকসান হয়। নিয়োগ কর্তাদের এই তহবিলে কর্মচারিদের বেতন থেকে সংগৃহীত অংশ যথাসময়ে জমা করার সুনিশ্চিত করার জন্য আবেকবার হলা হচ্ছে, যে দেরিতে এই টাকা জমা করলে নিয়োগ কর্তাদের কর্মচারিদের বেতন থেকে টাকা কাটার অনুমতি বাতিল যোগ্য হবে।
২৪.	**সোভারেন ওয়েল্থ ফান্ড এবং পেনশন ফাণ্ড (এসডাব্লুএফ/পিএফ)-এ ছাড়ের শর্ত**	ভারতীয় পরিকাঠামোয় অধিক সংখ্যাক এসডব্লিউএফ/পিএফ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বিগত বাজেট থেকে শুরু করা ১০০ শতাংশ ছাড় পাওয়ার কিছু শর্ত শিথিল করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। তিনটি শর্ত শিথিল করতে হবে যাতে ঋণ কিংবা ঋণের ওপর নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে নিয়ন্ত্রণ, বুনিয়াদি মালিকানা সম্পন্ন পরিকাঠামোর ওপর প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ইত্যাদি রয়েছে।
২৫.	**আইএফএসসি-কে কর সম্পর্কিত উৎসাহদান**	আইএফএসসি-কে উৎসাহদানের জন্য অসামরিক বিমান লিজ প্রদানকারী কোম্পানিগুলির মূলধনগত অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে 'ট্যাক্স হলিডে', বিদেশে পেমেন্ট করা এয়ারক্রাফট লিড রেন্টেলের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আইএফএসসি-তে বিদেশি ফাণ্ডগুলির রিলোকেশনকে ট্যাক্স ইনসেনটিভ এবং আইএফএসসি-তে স্থিত বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ বিভাগকে কর ছাড় ইত্যাদি বিষয় এতে রাখা হয়েছে।
২৬.	**কর কর্তনকারী এবং সংগ্রহকারীদের রিটার্ন জমা না দেওয়া**	যে ব্যক্তিদের করের বড় টাকা কাটা/সংগ্রহ করা হয়েছে, রিটার্ন জমা না করার রীতিকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বিগত ২ বছরে যাদের ৫০,০০০ টাকা বা তার বেশি টিডিএস/টিসিএস কাটা হচ্ছে, আর যারা রিটার্ন জমা হয়নি তাদের টিডিএস/টিসিএস কাটার হার নির্দিষ্ট ৫ শতাংশ থেকে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। বেতন, প্রবাসীদের বেতন, লটারি ইত্যাদি যে ক্ষেত্রগুলিতে সম্পূর্ণ কর আদায় যোগ্য; তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।
২৭.	**জিনিস কেনার ওপর টিডিএস**	টিডিএস-এ আওতা বৃদ্ধির জন্য ১ বছরে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি জিনিসপত্র কেনার লেনদেনের ওপর ০.৫ শতাংশ

		টিডিএস কাটার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কর বাস্তবায়নের বোঝা কম করার জন্য শুধু যাদের টার্নওভার ১০ কোটি টাকার বেশি তাদের ক্ষেত্রেই টিডিএস কাটার প্রস্তার হয়েছে।
২৮.	**অগ্রিম বিনিয়োগের জন্য বোর্ডের সঙ্গে সাবস্টিটিউশন অফ অথরিটি ফর অ্যাডভান্স রুলিং স্থাপিত করা**	অগ্রিম বিনিয়োগের মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পাদনের জন্য অগ্রিম বিনিয়োগের জন্য বোর্ডের সঙ্গে সাবস্টিটিউশন অফ অথরিটি ফর অ্যাডভান্স রুলিং স্থাপিত করার প্রস্তাব রয়েছে। এধরণের বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে অ্যাপিল হাইকোর্টে আবেদন করার ব্যবস্থা রাখারও প্রস্তাব রয়েছে।
২৯.	**অগ্রিম মূল্য নির্ধারণ চুক্তি (এপিএ) এবং সেকেন্ডারি অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য ন্যূনতম বিকল্প কর (এমএটি)-এর সজ্জা**	ন্যূনতম বিকল্প পথ (এমএটি) দাতাদের এপিএ-র সেকেন্ডারি অ্যাডজাস্টমেন্ট এর ফলে রিপ্যাট্রিয়েশন এর বছরে এমএটি দাতাদের সুবিধা দিতে এধরণের আয়ের অর্থ বর্ষের সঙ্গে কর যোগ্যতার বছরের ন্যূনতম বিকল্প কর ব্যবস্থাকে সুসজ্জিত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
৩০.	**এলটিসি নগদ স্কিমে ছাড়**	কর্মচারিদের সুবিধা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয় পর্যন্ত এলটিসি-র ক্ষেত্রে কর্মচারিদের কর ছাড়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
৩১.	**আবাসিক ইউনিটগুলির প্রাথমিক বিক্রির ক্ষেত্রে সুরক্ষিত হারবার সীমা বৃদ্ধি**	বাড়ির ক্রেতা এবং ভূ-সম্পত্তি ডেভলপারদের উৎসাহিত করার জন্য আবাসিক ইউনিটগুলিকে প্রাথমিক সুরক্ষিত হারবার সীমাকে ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে।
৩২.	**বিবিধ**	•কিছু কর কাটার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার জন্য রিটার্ন সম্পর্কিত বিধানে সেই অনুরূপ সংশোধন করে এবং অডিট রিপোর্ট জারি করা সাধারণ কর কাটার ক্ষেত্রে পুষ্টিকরণ প্রদানের প্রস্তাব রয়েছে।
		•নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা রিটার্ন চাওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।
		• কোনো শ্রেণীর করদাতাদের জন্য ত্রুটি পূর্ণ রিটার্ন সম্পর্কিত নিয়ম শিথিল করতে এবং কিছু করদাতাদের কারণে রিটার্ন নির্দিষ্ট তারিখে অ্যালাইন করার জন্য বোর্ডকে অধিকার দানের প্রস্তাব রয়েছে।
		• এটা স্পষ্ট করার প্রস্তাব রয়েছে যে সীমিত দানকারী মিলিত পেশাদারদের ক্ষেত্রে প্রিজেম্পটিভ করার যোগ্য হবে না।
		• নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য "করদাতা" শব্দটিকে পরিভাষিত করার প্রস্তাব রয়েছে।

বাজেট বক্তৃতার পরিশিষ্ট

(ক)সীমা শুল্ক এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কের বৈধানিক পরিবর্তন

(১) ১৯৬২-র সীমা শুল্ক আইনে প্রধান সংশোধনগুলি :

ক্রমিক সংখ্যা	সংশোধন
ক	'ডুয়েল টাইম' কম করা এবং ইওডিবি (বাণিজ্য সুবিধা)
১	পণ্য পৌঁছনোর পর প্রথম দিন শেষ হওয়ার আগেই 'বিল অফ এন্ট্রি' দায়ের করা অনিবার্য করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে (৪৬ নং ধারা)
২	আমদানিকারী / রপ্তানিকারী দ্বারা স্বসংশোধনের ভিত্তিতে বিশেষ সংশোধনের অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এর প্রথম সমস্ত সংশোধনের অধিকারী দ্বারা অনুমোদন করতে হবে (১৪৯ নং ধারা)
৩	কাগজবিহীন প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহ জোগানোর জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে সমস্ত নোটিস, আদেশ ইত্যাদি জারি করার জন্য সাধারণ পোর্টালের প্রয়োগকে মঞ্জুর করা হোক এবং সীমা শুল্ক বিষয়ক বার্তালাপের জন্য এ ধরনের পোর্টালকে ওয়ান পয়েন্ট ডিজিটাল ইন্টারফেস রূপে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক
খ	কর্মক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা
১	সীমা শুল্ক আইনে প্রদত্ত সমস্ত শর্তসাপেক্ষ ছাড়ের জন্য আইনে একটি নতুন ব্যবস্থা যুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে, যদি একে অন্যথা সুনির্দিষ্ট না করা যায় কিংবা পরিবর্তন বা রদ না করা হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের অনুদান বা ভেরিয়েশনকে জারি করার তারিখ থেকে দু'বছর পরের ৩১ মার্চে সমাপ্ত করা হবে (সীমা শুল্ক আইনের ২৫ নং ধারা)
২	একটি নতুন ধারা ২৮বিবি যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে যার উদ্দেশ্য হবে যে কোনও তদন্ত সম্পূর্ণ করার জন্য কিছু ছাড়ের পাশাপাশি দু'বছরের সময়াবধি নির্ধারিত করা
গ	কর বাস্তবায়নে সংস্কার

১	একটি নতুন ব্যবস্থা যুক্ত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে যার মাধ্যমে রেমিশন বা রিফান্ডের ভুল ক্লেমের মাধ্যমে কোনও পণ্য রপ্তানি করা হলে তাকে বাজেয়াপ্ত করা যায় (১১৩ নং সীমা শুল্ক আইনের ধারাতে একটি উপ-ধারা (জেএ) যুক্ত করা হচ্ছে
২	সীমা শুল্ক আইনের একটি নতুন ব্যবস্থা (ধারা ১১৪ এসি) যুক্ত করা হচ্ছে যাতে সেই বিশিষ্ট মামলাগুলিতে শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে যেগুলিতে কোনও ব্যক্তি জাল ইনভয়েস প্রয়োগ করে পণ্য রপ্তানিতে কর বা শুল্ক রিফান্ডের ক্লেম করছে
ঘ	বাজেয়াপ্ত সোনার ডিসপোজাল
১	সীমা শুল্ক আইনের ধারা ১১০-এ সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে বাজেয়াপ্ত সোনা ডিসপোজালের আগে যাচাইয়ের প্রক্রিয়াতে সংশোধন করা যায় এবং দ্রুত ডিসপোজাল করা যায়

(২) সীমা শুল্ক ট্যারিফ আইন ১৯৭৫-এ সংশোধন :

ক্রমিক সংখ্যা	সংশোধন
ক	**সীমা শুল্ক ট্যারিফ আইন, ১৯৭৫-এর প্রথম অনুসূচিতে সংশোধন**
১	সীমা শুল্ক ট্যারিফ আইন, ১৯৭৫-এর প্রথম অনুসূচির এইচএসএন, ২০২২ সংশোধন অনুসারে সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এই সংশোধন ০১.০১.২০২২ থেকে কার্যকর হবে। তাছাড়া কিছু নতুন ট্যারিফ লাইনসও তৈরি করা হচ্ছে।
খ	**অ্যান্টি-ডাম্পিং ডিউটি (এডিডি), কাউন্টারভেইলিং ডিউটি (সিভিডি) এবং বিভিন্ন নিরাপত্তার উপায় সম্পর্কিত ব্যবস্থায় সংশোধন**
১	এডিডি, সিভিডি (সীমা শুল্ক ট্যারিফ আইনের ধারা ৯, ৯এ এবং সম্পর্কিত নিয়ম)-এর সম্পর্কিত ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত সংশোধন করার প্রস্তাব রাখা হচ্ছে :

	(১) অ্যান্টি-সারকামভেশন তদন্ত শুরু হওয়ার তারিখ থেকে শুল্ক প্রয়োগ করা
	(২) অ্যান্টি-অ্যাবজরপশনের ব্যবস্থা
	(৩) একবারে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য এ ধরনের সমীক্ষা-নির্ভর শুল্ক প্রয়োগ করা
	(৪) অভ্যন্তরীন ট্যারিফ এরিয়ায় ক্লিয়ার করা পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য ইওইউ এবং এসইজেড দ্বারা প্রয়োগ করার উপযোগী ইনপুট (যেগুলিতে এডিডি এবং সিভিডি প্রয়োগ হয়)-এর ওপর এডিডি / সিভিডি লাগু করা সম্পর্কিত এক সমান ব্যবস্থা
	(৫) যেখানেই কোনও বিশেষ এডিডি বা সিভিডি-কে অস্থায়ী রূপে ফেরত নেওয়া হয়, সেখানে এ ধরনের অস্থায়ী ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া বছরে একবারের বেশি হওয়া উচিত নয়
	(৬) সমীক্ষাধীন এডিডি সমাপ্ত হওয়ার নিদেনপক্ষে তিন মাস আগে সুনির্দিষ্ট আধিকারিক দ্বারা সমীক্ষা প্রক্রিয়ার তদন্তে নিজেদের অন্তিম সিদ্ধান্তকে এডিডি / সিভিডি-তে জারি করা (১ জুলাই, ২০২১ থেকে কার্যকর হবে) সম্পর্কিত নিয়মগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা (৬)-এ সংশোধন করা হচ্ছে আর বাকি অন্য পরিবর্তন সীমা শুল্ক ট্যারিফ আইনে করা হচ্ছে
২	নিরাপত্তামূলক নিয়মাবলীতে সংশোধন করা হচ্ছে যাতে এ ধরনের বড় মাত্রায় আমদানির ক্ষেত্রে, যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শিল্পোদ্যোগের ক্ষতি হয়, যাচাইয়ের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট করা যায় ও নিরাপত্তামূলক টিআরকিউ-কে প্রয়োগ করা যায়

৩ কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক আইন, ১৯৪৪-এ সংশোধন:

ক্রমিক সংখ্যা	সংশোধন	
১	• বিশ্ব সীমা শুল্ক সংগঠন দ্বারা হারমোনাইজড সিস্টেম অফ নোমেনক্লেচার (এনএইচএসএন)-এর সমীক্ষা করার পরিণামস্বরূপ নতুন ক্রেডিট লাইন যুক্ত হওয়া	

	• ক্ল্যারিফিকেটরি প্রকৃতির সূচিতে কিছু ছোটখাট পরিবর্তন করা হচ্ছে

৪ সীমা শুল্ক নিয়মাবলীতে সংশোধন :

একটি বাণিজ্যিক সুবিধা উপায় রূপে সীমা শুল্ক (শুল্কে ছাড়যুক্ত হারে পণ্যের আমদানি) নিয়মাবলী, ২০১৭ (আইজিসিআর)-কে তৈরি করা হচ্ছে যাতে নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতিকে সুবিধাজনক করা যায়।

- আইজিসিআর-এর অন্তর্গত আমদানিকৃত পণ্যগুলির (বহুমূল্য ধাতু ছাড়া) ওপর জব ওয়ার্ক
- আইজিসিআর-এর অন্তর্গত আমদানিকৃত মূলধনগত পণ্যসমূহের হ্রাস মূল্যে সীমা শুল্ক পেমেন্ট করার ক্লিয়ারেন্স

(খ) সীমা শুল্ক হারে পরিবর্তন

(১) কৃষক, এমএসএমই এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকারীদের লাভের জন্য, সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য মৌলিক সীমা শুল্কে পরিবর্তন (০২.০২.২০২১ থেকে চালু হবে):

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রেণী	বিশেষ পদ	শুল্ক হার	
			ছিল	হয়েছে
১	কৃষিপণ্য এবং মৎস্যচাষ ক্ষেত্র	তুলো	০	৫%*
		তুলোর বর্জ্য	০	১০%
		কাঁচা রেশম (যা ফেলে দেওয়া হয়নি) এবং সিল্ক ইয়ার্ন / সিল্ক বর্জ্য থেকে নির্গত ইয়ার্ন স্পান	১০%	১৫%
		উৎপাদন শুল্কসম্পন্ন পণ্যগুলি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত ডিনেচার্ড ইথাইল অ্যালকোহল (ইথানল)	২.৫%	৫%
		চিংড়ির খাদ্য	৫%	১৫%
		মাছের খাদ্য, গুলির আকারে	৫%	১৫%
		মাছ, ক্রস্টেশিয়ান, মোলাস্ক এবং অন্যান্য জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্য আটা, অন্যান্য আহার এবং গুলির	৫%	১৫%

		আকারের আহার		
		মেজ ব্র্যান	০	১৫%
		ডিঅয়েন্ড রাইস ব্র্যান কেক	০	১৫%
২	রাসায়নিক	কার্বন ব্ল্যাক	৫%	৭.৫%
		বিস-ফেনল এ	০	৭.৫%
		এপিক্লোরোহাইড্রিন	২.৫%	৭.৫%
৩	প্লাস্টিক	বিল্ডারদের প্লাস্টিক ওয়্যার যেগুলি অন্য কোথাও উল্লেখ করা হয়নি কিংবা সামিল করা হয়নি	১০%	১৫%
		পলিকার্বনেটস	৫%	৭.৫%
৪	চামড়া	ওয়েট ব্লু ক্রোম টেন্ড লেদার, ক্রসড লেদার, পূর্ণ রূপে প্রস্তুত চামড়া এবং স্প্লিটস এবং স্লাইডস সহ সমস্ত ধরনের চামড়া	০	১০%
৫	মণিমুক্তো ও গহনা	কাটা ও পালিশ করা কিউবিক জিরকোনিয়া	৭.৫%	১৫%
		কাটা ও পালিশ করা সিন্থেটিক পাথর	৭.৫%	১৫%
৬	মূলধনগত পণ্য ও যন্ত্রপাতি	টানেল বোরিং মেশিন	০	৭.৫%
		টানেল বোরিং মেশিন তৈরি করার জন্য যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য উপাদান	০	২.৫%
৭	অটো সেক্টর	বিশিষ্ট অটো যন্ত্রাংশ যেমন ইগনিশন ওয়্যারিং সেট, সেফটি গ্লাস, সিগন্যালিং উপকরণগুলির যন্ত্রাংশ ইত্যাদি	৭.৫% / ১০%	১৫%
৮	ধাতু নির্মিত পণ্য	স্ক্রু, নাট ইত্যাদি	১০%	১৫%

* কৃষি পরিকাঠামো এবং উন্নয়নের সেসের হার ৫%

(২) ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধিকে উৎসাহ জোগানোর জন্য সীমাশুল্কে পরিবর্তন (০২.০২.২০২১ থেকে যতদিন পর্যন্ত আবার নির্দিষ্টভাবে পরিবর্তন না করা হয়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	ছিল	হয়েছে
১	মোবাইল ফোনের নির্দিষ্ট সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য ইনপুট, সরঞ্জাম অথবা উপ-সরঞ্জাম সহ		

	(কার্যকর হবে ০১.০৪.২০২১ থেকে) :		
	১) প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড অ্যাসেম্বলি (পিসিবিএ)	০	২.৫%
	২) ক্যামেরা মডিউল	০	২.৫%
	৩) কানেক্টার	০	২.৫%
২	প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড অ্যাসেম্বলি (পিসিবিএ) এবং অ্যাডাপটার উৎপাদনের জন্য মোল্ডেড প্লাস্টিক	১০%	১৫%
৩	মোবাইল চার্জারের ইনপুট এবং সরঞ্জাম (পিসিবিএ আর মোল্ড করা প্লাস্টিক ছাড়া)	০	১০%
৪	লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এবং ব্যাটারি প্যাকের নির্মাণের জন্য ইনপুট সরঞ্জাম এবং উপ-সরঞ্জাম (পিসিবিএ ও লিথিয়াম আয়ন সেল ছাড়া) (০১.০৪.২০২১ থেকে)	০	২.৫%
৫	রেফ্রিজারেটর / এয়ার কন্ডিশনারের কম্প্রেসার	১২.৫%	১৫%
৬	নির্দিষ্ট ইনসুলেটেড তার এবং কেবল	৭.৫%	১০%
৭	ট্রান্সফর্মারের বিশেষ সরঞ্জাম যেমন ববিন, ব্র্যাকেট, তার ইত্যাদি	০	অ্যাপ্লিকেবল রেট
৮	এলইডি ল্যাম্প সহ এলইডি লাইট বা ফিক্সারের ইনপুট এবং সরঞ্জাম	৫%	১০%
৯	সোলার ইনভার্টার	৫%	২০%

১০	সৌর লণ্ঠন এবং সৌর ল্যাম্প	৫%	১৫%

(৩) ইনপুটের বিনিয়োগ কমানোর জন্য আর ইনভার্টেড শুল্ক কাঠামোয় সংস্কারের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকারীদের দ্বারা ব্যবহার করা কাঁচামাল আর ইনপুটের ক্ষেত্রে সীমা শুল্কে পরিবর্তন

ক্রমিক সংখ্যা	ইনপুট / কাঁচামাল (সেক্টরের জন্য)	নির্দিষ্ট পণ্য	শুল্ক হার	
			ছিল	হয়েছে
১	পেট্রো-কেমিকেল শিল্প	ন্যাপথা	৪%	২.৫%
২	বস্ত্রশিল্প	ক্যাপ্রোল্যাক্টাম	৭.৫%	৫%
		নাইলন চিপস	৭.৫%	৫%
		নাইলন ফাইবার ও সুতো	৭.৫%	৫%
৩	লৌহ এবং অ-লৌহ ধাতু	স্টেইনলেস স্টিল মেল্টিং স্ক্র্যাপ সহ স্টেইনলেস স্টিল স্ক্র্যাপ (৩১.০৩.২০২২ পর্যন্ত)	২.৫%	০%
		নন-অ্যালয় স্টিলের প্রাইমারি / সেমি-ফিনিশড পণ্য	১০%	৭.৫%
		নন-অ্যালয় এবং অ্যালয় স্টিলের ফ্ল্যাট প্রোডাক্টস	১০% / ১২.৫%	৭.৫%
		নন-অ্যালয়, স্টেইনলেস এবং অ্যালয় স্টিলের লং প্রোডাক্টস	১০%	৭.৫%
		সিআরজিও ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল	২.৫%	০%
		তামার স্ক্র্যাপ	৫%	২.৫%
৪	বিমান শিল্প	প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সরকারি ইউনিটগুলি দ্বারা এয়ারক্র্যাফট নির্মাণের জন্য ইঞ্জিন সহ সমস্ত সরঞ্জাম	২.৫%	০%
৫	মূল্যবান ধাতু	সোনা ও রুপো*	১২.৫%	৭.৫%*
		সোনার ডোরে বার*	১১.৮৫%	৬.৯%*
		রুপোর ডোরে বার*	১১%	৬.১%*
		প্ল্যাটিনাম, পোল্লিডম ইত্যাদি	১২.৫%	১০%
		সোনা / রুপো ফাইন্ডিংস	২০%	১০%
		দামি ধাতুর বর্জ্য এবং স্ক্র্যাপ	১২.৫%	১০%

		স্পেন্ট ক্যাটালিস্ট বা দামি ধাতুর ভস্ম	১১.৮৫%	৯.২%
		দামি ধাতুর মুদ্রা	১২.৫%	১০%
৬	পশুপালন	ফিড অ্যাডিটিভস অর প্রিমিক্সেস	২০%	১৫%

*তাছাড়া, ২.৫% হারে কৃষি পরিকাঠামো এবং ডেভেলপমেন্ট সেস বসানোর প্রস্তাব রয়েছে

(৪) নিম্নলিখিত পণ্যগুলির বিসিডি হার কমানো হয়েছে আর এগুলির ওপর কৃষি পরিকাঠামো এবং ডেভেলপমেন্ট সেস আরোপ করা হয়েছে যাতে সব মিলিয়ে গ্রাহকদের ওপর অধিকাংশ পণ্য শুল্কের অতিরিক্ত ভার না পড়ে। এ ধরনের পণ্যের ওপর মৌলিক সীমা শুল্কের সংশোধন হার নিম্নরূপ :

পণ্য	সংশোধিত মৌলিক সীমা শুল্ক হার*
আপেল	১৫%
অধ্যায় ২২-এর অন্তর্ভুক্ত অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়	৫০%
কাঁচা খাদ্য তেল (পাম, সোয়াবিন, সূর্যমুখী)	১৫%
কয়লা, লিগনাইট ও পিট	১%
সুনির্দিষ্ট সার (ইউরিয়া, এমওপি, ডিএপি)	০%
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	২.৫%
মটর, কাবুলি চানা, বাংলা চানা, মুসুর ডাল	১০%

*এই পণ্যগুলির ওপরে কৃষি পরিকাঠামো ও ডেভেলপমেন্ট সেস -এর জন্য ভাগ-'গ' রেফার করুন

(৫) পেট্রোল ও ডিজেলে কৃষি পরিকাঠামো ও ডেভেলপমেন্ট সেস (এআইডিসি) প্রয়োগ করার ফলে এগুলির ওপর মৌলিক উৎপাদন শুল্ক (বিইডি) আর বিশেষ অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক (এসএইডি) কম করা হয়েছে যাতে সব মিলিয়ে গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা না বাড়ে। পরিণামস্বরূপ আন-ব্র্যান্ডেড পেট্রোল এবং ডিজেলের ওপর এসএইডি-কে যথাক্রমে লিটার প্রতি ১১ টাকা এবং ৮ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ব্র্যান্ডেড পেট্রোল এবং ডিজেলের জন্য এ ধরনের পরিবর্তন করা হয়েছে। এগুলির ওপর প্রযোজ্য কৃষি পরিকাঠামো ও ডেভেলপমেন্ট সেস -এর হার ভাগ-'গ'তে দেখুন।

(৬)ছাড়গুলিকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা

ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যের শ্রেণী	সুনির্দিষ্ট পণ্য	ছিল	হয়েছে
১	খনিজ পদার্থ	ন্যাচারাল বোরেটস এবং এর কনসেন্ট্রেটস	০% / ৫%	২.৫%
২	রাসায়নিক	স্পেন্ডেক্স ইয়ার্নের উৎপাদনের জন্য মিথাইল	০%	৭.৫%

		ডাইফিনাইল আইসোসায়ানেট (এনডিআই)		
৩	হস্তশিল্প, বস্ত্র এবং চামড়া রপ্তানির দক্ষতার ভিত্তিতে শুল্কমুক্ত আমদানির অনুমতিসম্পন্ন পণ্যগুলি	বিগত অর্থবর্ষে করা রপ্তানির ভিত্তিতে মোটিফ, গ্লু, ভেনির, পলিশ, হুক, রিভেটস, বোতাম, ভেলক্রো, চাটোন, ব্যাজেস, বিডস, সেলাইয়ের সুতো ইত্যাদি কিছু পণ্যের ওপর শুল্কমুক্ত আমদানির অনুমতি হস্তশিল্প, বস্ত্র এবং চামড়ার রপ্তানিকারকদের দেওয়া হয়েছে। এই ছাড়ের জন্য শেষ তারিখ ৩১.০৩.২০২১	০%	অ্যাপ্লিকেবল রেট

(৭) গুদামজাতকরণ রোধী শুল্ক এবং প্রতিকারী শুল্ক ফেরত / অস্থায়ী রূপে ফেরত / বন্ধ করা

ক্রমিক সংখ্যা	সুনির্দিষ্ট পণ্য
১	নিম্নলিখিত পণ্যগুলির আমদানিতে ০২.০২.২০২১ থেকে ৩০.০৯.২০২১ পর্যন্ত গুদামজাতকরণ রোধী শুল্ককে অস্থায়ী রূপে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে উৎপাদিত অথবা সেখান থেকে নিয়মিত অ্যালয় স্টিলের স্ট্রেট লেংথ বার বা রডের ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৫৪/১০/২০১৮-এর মাধ্যমে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। (খ) ব্রাজিল, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন এবং জার্মানিতে উৎপাদিত অথবা সেখান থেকে রপ্তানি করা নন-কোভাল্ট গ্রেডের হাইস্পিল স্টিল (গ) গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় উৎপন্ন বা সে দেশ থেকে রপ্তানি

	করা ফ্ল্যাট রোলড প্রোডাক্ট যা অ্যালুমিনিয়াম কিংবা জিঙ্ক অ্যালয়ের মাধ্যমে প্লেটেড বা কোটেড হয় সেগুলির ওপর বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১৬/২০২০ সীমা শুল্ক (এডিডি) তারিখ ২৩.০৬.২০২০-র মাধ্যমে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
২	গণপ্রজাতন্ত্রী চিনে তৈরি বা সেখান থেকে আমদানি করা কিছু হট রোলড ও কোল্ড রোল স্টেইনলেস স্টিল ফ্ল্যাট প্রোডাক্টের আমদানিতে প্রতিকার শুল্ক বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১/২০১৭ সীমা শুল্ক (সিভিডি) তারিখ ০৭.০৯.২০১৭-এর মাধ্যমে আরোপ করা হয়েছিল। ০২.০২.২০১১ থেকে শুরু করে ৩০.০৯.২০২১ পর্যন্ত সময়কালের জন্য একে কাউন্টারভেলিং ডিউটি করে দেওয়া হল।
৩	ইন্দোনেশিয়াতে তৈরি ও সেখান থেকে আমদানি করা স্টেইনলেস স্টিলের ফ্ল্যাট পণ্যগুলির ওপর প্রভিশনাল কাউন্টারভেলিং ডিউটি বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২/২০২০ সীমা শুল্ক (সিভিডি) তারিখ ০৯.১০.২০২০-র মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল যা এখন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
৪	একটি অসমাপ্ত সমীক্ষা অনুযায়ী, গণপ্রজাতন্ত্রী চিন, কোরিয়া গণরাজ্য, ইউরোপীয় সঙ্ঘ, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে উৎপাদিত কিংবা সেই দেশগুলি থেকে রপ্তানি করা স্টেইনলেস স্টিলের ৬০০ এমএম থেকে ১,২৫০ এমএম চওড়া এবং ১,২৫০ এমএম-র বেশি নন-বোনাফায়েড কোল্ড রোলড ফ্ল্যাট প্রোডাক্টসের ওপর গুদামজাতকরণ রোধী শুল্ক যা বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৬১/২০১৫ সীমা শুল্ক (এডিডি) তারিখ ১১.১২.২০১৫ আর ৫২/২০১৭ – সীমা শুল্ক (এডিডি) তারিখ ২৪.১০.২০১৭-এর মাধ্যমে এতদিন পর্যন্ত আমদানিযোগ্য ছিল, এগুলির আমদানি এখন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

(৮) অন্যান্য বিবিধ পরিবর্তন

ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যের শ্রেনী	সুনির্দিষ্ট পদ
১	বিবিধ	ফিল্ম নির্মাতাদের দ্বারা পরিধান এবং প্রপ-এর অস্থায়ী আমদানিতে ছাড়
		সৌরশক্তি উৎপাদন প্রকল্প স্থাপন করার জন্য মেশিনারি, সরঞ্জাম, উপাদান, সহযোগী যন্ত্রাংশের ওপর ছাড়কে খণ্ডিত করা হচ্ছে (বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১/২০১১ সীমা শুল্ক)
২	প্রোজেক্ট আমদানি	সমস্ত হাইস্পিড রেল প্রকল্প লাভবান হচ্ছে
৩	তথ্যপ্রযুক্তি / বৈদ্যুতিন	কম্পিউটারের জন্য প্রিন্টারে ব্যবহার্য ইঙ্ক কার্টিজ, রিবন অ্যাসেম্বলি, রিবন গিয়ার অ্যাসেম্বলি, রিবন গিয়ার ক্যারেজ-এর ওপর বিসিডি-র ছাড়যুক্ত হার তুলে দেওয়া হচ্ছে
৪	খেলনা	ছাড় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি, যা বৈদ্যুতিন খেলনাগুলির বিভিন্ন কলকব্জায় ছাড়যুক্ত বিসিডি হার প্রদান করা হয়। এতে বর্তমানে একটি সিঙ্গল এন্ট্রিতে কনসোলিডেট করার ব্যবস্থা

		করা হচ্ছে, আর সেই নতুন এন্ট্রির জন্য ১৫% সংশোধিত বিসিডি হার বিহিত করা হচ্ছে
৫	অন্তিম ব্যবহার-ভিত্তিক ছাড়ে বর্তমানে চালু বিবিধ শর্তের বদল। আইজিসিআর-এর শর্ত থাকবে	সীমা শুল্ক ছাড়ের ওপর কয়েক ধরনের মানা যায় না এমন শর্ত ছাড়যুক্ত পণ্যের আমদানি (আইজিসিআর)-এ পালন করার প্রতীক্ষা থেকে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে। এই অন্তিম ব্যবহার-ভিত্তিক ছাড়ের জন্য কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তাকে সরলীকৃত এবং মানকীকৃত করবে

(গ) সুনির্দিষ্ট পণ্যের ওপর কৃষি পরিকাঠামো এবং ডেভেলপমেন্ট সেস আরোপ (০২.০২.২০২১ থেকে)

সুনির্দিষ্ট পণ্যগুলির ওপর কৃষি পরিকাঠামো এবং ডেভেলপমেন্ট সেস আরোপের প্রস্তাব রাখা হয়েছে যা নিম্নরূপ :

(ক) সীমা শুল্ক সম্পর্কিত

পণ্য	প্রস্তাবিত সেস (সীমা শুল্ক)
সোনা, রূপো এবং ডোরে বার	২.৫%
অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (অধ্যায় ১২-র অন্তর্গত)	১০০%
কাঁচা পাম অয়েল	১৭.৫%
কাঁচা সোয়াবিন ও সূর্যমুখী তেল	২০%
আপেল	৩৫%
কয়লা, লিগনাইট এবং পিট	১.৫%
সুনির্দিষ্ট সার (ইউরিয়া ইত্যাদি)	৫%
মটর	৪০%
কাবুলি ছোলা	৩০%
বেঙ্গল ছোলা / চিক মটর	৫০%
মসুর	২০%
কার্পাস (কার্ড ও কম্ব করা হয়নি এমন)	৫%

এই পণ্যগুলির ওপর বুনিয়াদি সীমা শুল্ক হার ভাগ 'খ'-তে দেখুন। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ পণ্যের ওপর সামগ্রিকভাবে উপভোক্তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা বাড়বে না।

(খ) উৎপাদন শুল্ক সম্পর্কিত :

পেট্রোলে লিটার প্রতি ২.৫ টাকা আর ডিজেলে লিটার প্রতি ৪ টাকা কৃষি পরিকাঠামো ও ডেভেলপমেন্ট সেস (এআইডিসি) আরোপ করা হয়েছে। অন্যান্য শুল্ক এবং সেস এআইডিসি আরোপের পরিণামস্বরূপ যথা সংশোধিত ভাগ 'খ'-তে দেখুন। উপভোক্তার ওপর সামগ্রিকভাবে কোনও অতিরিক্ত বোঝা পড়বে না।

(গ) সমাজকল্যাণ সারচার্জ (এসডব্লিউএস) :

১	**(ক)** বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১২/২০১৮ সীমা শুল্ক তারিখ ০২.০২.২০১৮ বিভাজিত করা হচ্ছে যাতে সমস্ত পণ্যের ওপর ১০% মাত্র একটি এসডব্লিউএস ধার্য হয়
	(খ) সোনা এবং রূপোর জন্য কৃষি পরিকাঠামো ও ডেভেলপমেন্ট সেস-এর ক্ষেত্রে এসডব্লিউএস আরোপ করা হচ্ছে না

(ঘ) কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্কে বিবিধ পরিবর্তন :

১	মিশ্রিত ইন্ধন : এম-১৫ পেট্রোল এবং ই-২০ পেট্রোল	অন্যান্য মিশ্রিত ইন্ধন যেমন ই-৫ ও ই-১০-এর ওপর ধার্য সেস এবং সারচার্জ থেকে ছাড় দেওয়া হবে যদি এই মিশ্রিত ইন্ধনগুলি শুল্ক প্রদত্ত ইনপুটগুলি থেকে তৈরি হয়ে থাকে

(ঙ) কেন্দ্রীয় জিএসটি অ্যাক্ট, ২০১৭ (সিজিএসটি অ্যাক্ট) এবং সংযুক্ত জিএসটি অ্যাক্ট, ২০১৭ (আইজিএসটি অ্যাক্ট)-এর ধারাগুলির বিধিগত পরিবর্তন :

জিএসটি পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে সিজিএসটি অ্যাক্ট এবং আইসিজিএসটি অ্যাক্ট-এ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তন সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে যখন সেগুলিকে বিজ্ঞাপিত করা হবে। যথাসম্ভব, রাজ্য এবং বিধানসভা সম্বলিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে তদনুরূপ সংশোধনের পাশাপাশি।

এগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি সামিল রয়েছে :-

(১) করদাতাদের সুবিধা প্রদান করা যেমন বার্ষিক অডিট করানো এবং রিকনসিলিয়েশন স্টেটমেন্ট জমা করার অনিবার্য প্রয়োজনকে সরিয়ে দেওয়া, স্বপ্রত্যয়নের ভিত্তিতে বার্ষিক বিবরণী দায়ের করা, আর ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে নেট ক্যাশ লায়াবিলিটির ওপর সুদ আদায় করা।

(২) কমপ্লায়েন্স উন্নত করা যেমন, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট গ্রহণ করা যখন সরবরাহকারী তার স্টেটমেন্টের আউটওয়ার্ড সাপ্লাইয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রভিশনাল অ্যাটাচমেন্টের বৈধতা, নির্দিষ্ট মামলাগুলিতে আইজিএসটি পেমেন্টের জিরো রেটিং এবং এগুলিকে ফরেন রেমিট্যান্স পাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করা।

(৩) অধিগ্রহণ এবং বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে তখনই আপিল করা যাবে যখন জরিমানার ২৫% সমতুল টাকা জমা করা হবে।

(চ) ছোট ছোট কিছু অন্য পরিবর্তন রয়েছে। বিস্তারিত বিরণের জন্য বাজেট প্রস্তাব, এক্সপ্ল্যানেটারি মেমোরান্ডাম এবং অন্য সংশ্লিষ্ট বাজেট নথিগুলি দেখা যেতে পারে।

CG/SB/SM/SKD/DM...10th February, 2021…..(17,001)